বিরাজমোহিনী।

বা

মনোরম নবন্যাস।

শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

Love rules the court, the camp, the grove,
And men below, and Saints above;
For love is heaven, and heaven is love.

Sir W. Scott.

কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা অপরচিৎপুররোড শোভাবাজার
২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৪ সাল।

মূল্য ১, টাকা।

বিরাজমোহিনী।

বা

মনোরম নবন্যাস।

শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

Love rules the court, the camp, the grove,
And men below, and Saints above;
For love is heaven, and heaven is love.

Sir W. Scott.

কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা অপর চিৎপুররোড ২৮৫ সংখ্যক ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৪ সাল।

প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মিত্র

মিত্রবরেষু।

সুহৃদ্‌বর উমাচরণ !

বিরাজমোহিনী আমার প্রশান্ত জীবনপ্রবাহে ক্ষুদ্র নবীন তরঙ্গ; আশার আশ্বাসে লীলায়িত হইতেছে। বীচি-স্বভাব-সুলভ স্থায়িত্বের অস্থিরতা হইতে বিশেষ প্রতীয়মান হইতেছে। বলিতে কি, সুরুচি পাঠকবর্গের উৎসাহ-উচ্ছ্বাস ব্যতিরেকে জীবনস্রোতে ঈদৃশ লহরী-লীলার ভাবী সম্ভব যে অসম্ভব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উষার বিকাশে তটিনী-তরঙ্গ তরুণ-তপনাংশুরাগে রঞ্জিত হইলে যেরূপ মনোহর দেখায়, বিরাজ-মোহিনী তোমার নামাঙ্কিত হইলে সেই রূপ মনোহর দেখাইবে ভাবিয়া, প্রীতি-প্রবণ-হৃদয়ে বিরাজকে তোমার পবিত্র করকমলে অর্পণ করিলাম।

অভিন্ন-হৃদয়

শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিরাজমোহিনী।

প্রথম অধ্যায়।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজন-পথে।

প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইল, একদা কোন পথিক এক উচ্চ ভূমির উপর দিয়া পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর; সূর্য্যদেব জ্বলন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্নিবৃষ্টি করিতেছেন, পথ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে, আর গমনাগমন করা যায় না। প্রস্তরময় পথের প্রস্তর সকল উত্তপ্ত, প্রবাহিত সমীরণ উত্তপ্ত এবং পথিকের উত্তপ্ত মনে সকলই উত্তপ্তময় বোধ হইতে লাগিল। কোথায় গৃহস্থ স্বজন কোথায় বা একাকী ভ্রমণ! গাত্রে অনবরত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে, এত বেলা হইল এখনও অনাহারী; গণ্ডূষ মাত্র জলও পান করেন নাই, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে; তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বলবর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। পথিক আর চলিতে পারেন না; কি করিবেন ইহাই স্থির করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, এই স্থানেই সংসার হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করি; আবার মনে করিলেন, তবেত স্নেহময়ী জননীর দুঃখ আর ঘুচিল না, পুত্র বিরহিতা হইয়া নিশ্চয়ই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, অথবা আমার জীবনের আশাই বা কোথায়? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পথিকের চক্ষু দিয়া অকস্মাৎ অশ্রুজল নির্গত হইল, একে কোমল শরীর

তাহাতে আবার প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মি; তিনি ক্লেশে নিতান্ত অধীর হইলেন, আর চলিতে পারেন না। কোন বৃক্ষ নাই যে তাহার ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করেন। এই প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় যদি নিকটে কোন বৃক্ষ থাকিত— চিত্তবিনোদিনী স্নিগ্ধকারিণী যদি কোন বটবৃক্ষচ্ছায়া থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই পথিকের শ্রান্তি দূর হইত। পাঠক! পথিক এক্ষণে কি রূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, যদি কখন এরূপ প্রচণ্ড রৌদ্রে কোন প্রকাণ্ড তীরন্তর প্রান্তরে একাকী উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন।

বনদেবি! তুমি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত পথিকের জীবনস্বরূপা; এ অনাথ পথিকের প্রতি দয়াকর। তোমার বিরহে তোমার সন্তানের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। সকরুণে! শ্রমাতুর পথিকের প্রাণদান কর। দেবি! সূর্য্যের উত্তাপে পথিকের মুখ মলিন হইয়াছে, দেখিয়া কি দয়া হইতেছে না? ধন্য তোমার পাষাণ হৃদয়! মাতঃ পথিকসেবিকে! তোমার সে অতিথিসেবা কোথায় গেল? পথিকের কষ্ট দেখিয়া কি কষ্ট বোধ হইতেছে না? আমি মিনতি করিতেছি, আমার মিনতি রক্ষা কর; শীতল সুধাভিষিক্ত বিস্তৃতপর্ণ দ্বারা ব্যজন করিয়া এই পথিকের শ্রান্তি দূর কর। দেবি! তোমার বিরহে পথিক যেন প্রাণত্যাগ না করেন। পাঠক মহাশয়! পথিকের সহিত একত্রে এই প্রার্থনাটী করিলাম বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে সুখী হওয়া, পরের বিপদে বিপদ এবং পরের সম্পদে সম্পদ জ্ঞান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এইরূপ ক্লান্ত হইয়া পথিক কিয়দ্দূর গমন করিলেন; গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন অনতিদূরে এক সরোবর রহিয়াছে।

প্রণয়িণীর প্রণয়স্বরূপ, বিরহিণীর প্রাণাধিকস্বরূপ এবং পথিকের জীবন-স্বরূপ সেই সরোবর দর্শন করিয়া পথিকের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

আহ্লাদিত ও আশ্বাসিত হইয়া তিনি গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; কি শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, বোধ হইল পশ্চাদ্ভাগ হইতে কেহ তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি আরও মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলেন, একটী অস্পষ্ট কথা শুনিতে পাইলেন—"মহাশয় ক্ষণেক অপেক্ষা করুন্"।

এই কথাটী দুই তিনবার শুনিতে পাইয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন একটী যুবাপুরুষ ক্লান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে তাঁহারই নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অপেক্ষা করিলেন; আগন্তুক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। পথিক তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কহিলেন— "মহাশয়! এত দ্রুত গমনের কারণ কি?"

আগন্তুক। "মহাশয়ের সঙ্গ পাইবার জন্য।"

পথিক। "এইরূপ জনশূন্য স্থানে আপনার সঙ্গ পাইয়া চরিতার্থ হইলাম।"

আগন্তুক। "উভয়েই বটে।"

পথিক। "মহাশয়! আপনার নাম কি?"

আগন্তুক। "আমার নাম শরৎসুন্দর শর্ম্মা।"

পথিক। "উপাধি?"

আগন্তুক। "মুখোপাধ্যায়।"

পথিক। "আপনারা তবে কুলীন?"

শরৎ। "কুলীন, স্বভাব, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।"

পথিক। "কুলীন—স্বভাব কামদেব পণ্ডিতের সন্তান; বুঝিয়াছি, নৈকষ্যকুলীনের সন্তান। মহাশয়! আপনার নিবাস?"

শরৎ। "বিক্রমপুর, এখান হইতে দুই দিনের রাস্তা।"

পথিক। "বিক্রমপুর?"

এই কহিয়াই তিনি নিস্তব্ধ হইলেন, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইঁহার বাটী বিক্রমপুর, নামও শরৎসুন্দর, বোধ হয় ইনিই আমার ভগিনীপতি হইবেন। একবার মাত্র ইঁহাকে দেখিয়াছি, তখন আমার বয়স অল্প ছিল; যাহা হউক সন্দেহভঞ্জন করা কর্ত্তব্য। তিনি প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরৎ! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

'বিবাহ হইয়াছে' এই কথা শুনিয়া শরৎসুন্দরের মুখ বিবর্ণ হইল; তিনি অতি কাতরস্বরে কহিলেন—"মহাশয়! আমার বিবাহ হয় নাই।"

পথিক শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য! আমার সকলই ভ্রম হইতেছে না কি? আমি কাহাকে ভগিনীপতি কহিতেছি? কোন সাহসেই বা এই আগন্তুক মহাশয়কে 'শরৎ' বলিয়া সম্বোধন করিলাম? এক নামের মনুষ্য পৃথিবীতে অনেক আছে; ঘটনাক্রমে উপাধিতে ও গ্রামের নামে সকলই এক হইয়াছে। যাহাহউক যখন ইঁহার বিবাহ হয় নাই, তখন এ সন্দেহ করা বৃথা। তিনি আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আপনার অবমাননা করিয়াছি; আপনার পরিচয় শুনিয়া কোন সম্বন্ধে পরিচিত বোধ করিয়া, আমি আপনাকে 'শরৎ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি।"

শরৎ। "তাহাতে দোষ কি? মহাশয়! ভ্রম সকলেরই জন্মিয়া থাকে।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা সরোবর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সরোবরের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ঘন বন্যলতায় আবৃত হইয়া একটী নিবিড় অরণ্যের মত হইয়া রহিয়াছে। কমল সকল বিকশিত— সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং পার্শ্বস্থ এক তরুমূলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু-হস্তে।

আলাপ করিতে হইলে অগ্রে নাম, ধাম এবং বংশের পরিচয় লইতে হয়। পাঠক মহাশয়দিগের যদি পথিকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করুন্, "পথিক! তোমার নাম কি?"

তিনি কহিবেন, "আমার নাম নরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

"তোমার বাটী কোথায়?"

"হুগলী জেলা।"

"পিতার নাম কি?"

"রাজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

কিন্তু দেখিতে কেমন, একথা আপনারা কখনই জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি উত্তর দিতে অক্ষম; কিন্তু লেখককে অনুমতি করিলে, তিনি যথাসাধ্য তাঁহার

অনুরূপ বর্ণনা করিতে পারেন; কারণ তিনিই তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে অবগত।

"রূপের নাগর গুণের সাগর আর কি তেমন আছে?"

পাঠক! একথা বলিয়া শেষ করা বড় আক্ষেপের বিষয়। পুরুষের গুণই রূপ; কিন্তু ইঁহার উভয়ই তুল্য, অতএব ইঁহার দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য। একবার তাঁহার দিকে চাহিলে আবার চাহিতে হয়, মুখখানি আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়; একটু হাসিও পায়, কিন্তু সে হাসিটী প্রফুল্লের হাসি; কারণ যাহাকে আমরা ভালবাসি, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, তাহার দিকে চাহিয়া আর ভুলিতে পারি না এবং ভালবাসার চিহ্ন হাসিটীও সম্বরণ করিতে পারি না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, তিনিও হাসিতেছেন, কিন্তু সে হাসিটী নূতন হাসি নয়; তাঁহার মুখখানিই হাসি হাসি—পেচকের মত গম্ভীর নয়। তাঁহার যোদ্ধার বেশ নয়—তিনি একজন ভদ্রবাঙ্গালি-ব্রাহ্মণের সন্তান; অতএব বাঙ্গালির যাহা পরিধান তাহা তাঁহার নিকট অবিদিত নহে। সুসভ্য বাঙ্গালির যাহা স্বভাব, তাহাই তাঁহার ছিল; তিনি সভ্যের প্রকৃত অর্থে সভ্য। তাঁহার কথা অতি মৃদু অথচ গম্ভীর এবং মধুর। পথিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; তবে পথশ্রমে যদি কিছু মলিন হইয়া থাকেন, সে তাঁহার স্বাভাবিক মলিনতা নহে। তাঁহার সহচর পথিক শরৎসুন্দর, শরৎসুন্দর নামেরই যোগ্য ছিলেন; তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত এবং গম্ভীর; তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল। নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তাঁহার বয়ঃক্রম কিছু অধিক, এজন্যই তাঁহার আকৃতিতে তাদৃশ কোমলতা দৃষ্ট হয় না।

তাঁহারা বৃক্ষমূলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন; বৃক্ষ হইতে ফুর ফুর করিয়া বাতাস বহিল, সে বাতাস স্নিগ্ধ, শীতল এবং

সুরভিত। অরণ্যকুসুমের সৌগন্ধে ও মন্দ মন্দ অনিলহিল্লোলে নরেন্দ্রনাথের নিদ্রাকর্ষণ হইল; নরেন্দ্রনাথ বৃক্ষমূলে মস্তক রাখিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। উভয়েই শ্রান্ত, উভয়েই পথ পর্য্যটন করিয়াছেন, উভয়েরই পরিশ্রম হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ পথশ্রমে কাতর হইয়া নিদ্রিত হইলেন, আর শরৎসুন্দর কি জন্য বসিয়া রহিলেন? অতিরিক্ত পরিশ্রমে এরূপ উত্তপ্ত হইয়া সরোবরের সন্নিধানে বৃক্ষচ্ছায়া পাইলে কাহার না নিদ্রাকর্ষণ হয়? তবে শরতের হইল না কেন? কোন কারণ থাকিবেক। তিনি এস্থানে আসিয়া অবধিই অতিশয় চিন্তিত এবং অন্যমনা হইয়াছেন; তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নরেন্দ্রনাথ বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শরৎসুন্দরের মন এ রূপ বিকৃত হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার বন্ধুর সহিত অধিক কথা কহিতেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি তাঁহার বন্ধুর নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। অঙ্গবস্ত্র হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন এবং পড়িতে পড়িতে কয়েক বিন্দু অশ্রুজলও তাঁহার নয়ন হইতে পতিত হইল। তিনি পত্রখানি আবার রাখিয়া দিলেন, সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, অনতিদূরে এক নিবিড় অরণ্য রহিয়াছে। তিনি অস্থিরচিত্তে তদভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সহসা কি স্বপ্ন দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন তাঁহার সহচর শরৎসুন্দর তথায় নাই। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, শরতের অন্বেষণ করিবেন বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং

ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সহসা দণ্ডায়মান হইলেন। একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন; একটী মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত রহিয়াছে। বোধ হইল মুণ্ডটী অতি অল্পক্ষণ মাত্র ছেদিত হইয়াছে, এখনও রুধির নির্গম বন্ধ হয় নাই। তিনি এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল, যে প্রান্তরমধ্যে নরঘাতী পিশাচগণ অবস্থিতি করে। বন্ধু শরৎ যদি ঐ পিশাচগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারই বা জীবিতাশা কোথায়? নরেন্দ্রনাথ মনে মনে এইরূপ কত অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিলেন; তিনি শরৎকে দেখিয়া অবধিই তাঁহাকে মনের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। যাহাহউক তিনি একেবারেই তাহার বন্ধুর জীবিতাশা ত্যাগ করেন নাই; এখনও আশা আছে, সেই আশাতেই তিনি আরও অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাঠক মহাশয়! "আশা যেই আছে তাই চলিছে সংসার।" এ কথাটী কি অমূল্য! আমরা আশাতেই কেবল প্রিয়-বন্ধুর বিচ্ছেদ সহ্য করি, আশাতেই প্রাণপ্রিয়তমার বিরহ যাতনা সহ্য করি এবং আশাতেই মৃত্যুকালেও জীবনাশা করি।

পথিক প্রিয়-বন্ধুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, উপবনের অপর পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-বেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ ভূমি রহিয়াছে। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গমন করিতে লাগিলেন; কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দেখিলেন এক মনোহরা এবং যুবতী কামিনী বনের এক পার্শ্বে

পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। তিনি একাকিনী—তাঁহার সৌন্দর্য্য অতিশয় মধুর এবং বসন্তকালের ন্যায় প্রীতিপ্রদ। মুখখানি অতি চমৎকার কিন্তু কিছু মলিন; মেঘাবৃত পূর্ণশশী যেরূপ মলিন বোধ হয়, তাঁহার মুখখানি সেইরূপ মলিন। নরেন্দ্রনাথ কামিনীকে দেখিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন; সুন্দরী কামিনীকে দেখিয়া লোকে যেরূপ প্রফুল্ল হয়, তিনি সেরূপ হন নাই—প্রবাসে স্বদেশীয়ের মধুময় বদনমণ্ডল দর্শন করিলে যেরূপ আনন্দ ও প্রীতি হয়, তাঁহার সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি সেই মোহিনী মূর্ত্তিতে স্বদেশমূর্ত্তি দর্শন করিলেন; তাঁহার বোধ হইল, আশাদেবী স্বদেশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতে আসিয়াছেন। তিনি কামিনীর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং কামিনীর দৃষ্টি ও তাঁহার প্রতি পতিত হইল। 'দৃষ্টি পতিত হইল' একথাটীতে পাঠক মহাশয় মনে করিবেন না,যে অসরল মন্দ দৃষ্টি পতিত হইল— সহোদরের প্রতি সহোদরার যেরূপ দৃষ্টি সম্ভবে, নরেন্দ্র নাথের প্রতি এ যুবতীরও সেইরূপ দৃষ্টি পতিত হইল। নরেন্দ্রনাথের বিষন্নবদন দর্শন করিয়া কামিনী অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং প্রাণাধিকা সহোদরার ন্যায় অতি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "পথিক! তোমাকে, দেখিয়া আমার প্রাণাধিক সহোদরকে মনে হইতেছে।"

এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; নরেন্দ্রনাথ কামিনীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন—"আপনি যে হউন, আপনিই আমার স্নেহময়ী ভগিনী; কিন্তু কাঁদিতেছেন কেন?"

কামিনী। "কাঁদিতেছি কেন? অনেক কারন আছে, তাহা বলিলে শেষ হইবে না। পথিক! তুমি এরূপ ভয়ানক স্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?"

নরেন্দ্র। "কোন অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত।"

কামিনী। "ভাই! তোমার অভীষ্টসিদ্ধির প্রয়োজন নাই, তুমি গৃহে প্রতিগমন কর—প্রাণ হারাইও না।"

নরেন্দ্র। "প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার; ভাল, আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, কোন যুবকপুরুষকে এখানে দেখিয়াছেন?"

কামিনী। "যুবকপুরুষ? না—দেখি নাই।"

এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার কি মনে হইল, তিনি নরেন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; আবার কহিলেন, "যুবকপুরুষ কে? তিনি তোমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন?"

নরেন্দ্র। "সমভিব্যাহারেই আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আমি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছি। আর আমি এখানে থাকিতে পারি না—চলিলাম; ভাই বলিয়া মনে রাখিবেন।"

কামিনী। "তুমি যাও—পথিক! তুমি যাও; তোমার বন্ধুর অন্বেষণ করিয়া আবার এইখানে আসিও; আমি তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিব।"

নরেন্দ্র। "বিলম্ব হইতেছে—আমি যাই; যদি পারেন, তবে আমার অপেক্ষায় থাকিবেন—আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় শরতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দেখিলেন, চারিজন কৃষ্ণবর্ণ যমদূতাকৃতি ভীষণদর্শন দস্যু নিষ্কোসিত অসি হস্তে তাঁহারই দিকে ধাবমান হইতেছে। তিনি ভয়ে অস্থির ও জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাদ্দিকে দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু দস্যুগণ তাঁহার অনুধাবনে নিরস্ত হইল না। নরেন্দ্রনাথ দৌড়িতে২ সেই কামিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া একবারে অচেতন হইলেন। যখন চেতন হইল, দেখিলেন, দস্যুগণ চলিয়া গিয়াছে—আর তথায় নাই, কেবল সেই করুণা-

ময়ী কামিনীই নিকটে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুগণ কোথায়?"

কামিনী কহিলেন, "আমাকে দেখিয়াই পলায়ন করিয়াছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতোবহ্নিমান্—ধূমাৎ।

নরেন্দ্রনাথ চৈতন্য লাভ করিয়া মনে করিলেন, যদি দস্যুহস্তে প্রাণ বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে সংসার-যন্ত্রণা আর অধিক ভোগ করিতে হইত না। তিনি শরৎসুন্দরের অনুসন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; এমন কি, তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, দস্যুহস্তে প্রাণ বিনষ্ট হয়, হউক, তথাপি আমি শরতের অনুসন্ধান করিব। এই স্থির করিয়া তিনি সেই কামিনীকে কহিলেন—"দেবি! আপনি আমার যে উপকার করিলেন, বোধ করি সহোদরা ভগিনীও এরূপ করেন না। আপনার নিকট আমি চিরকালের জন্য ঋণী রহিলাম। মনে রাখিবেন—আমি বিদায় হইলাম; বোধ করি, জন্মের মত বিদায় হইলাম।"

কামিনী। "ভাই! অনেক দিন হইল, আমি তোমার মত মুখ আর দেখি নাই, ওরূপ মিষ্ট কথাও শুনি নাই।"

এই বলিয়াই তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অশ্রুজলে বদন—মণ্ডল অভিষিক্ত হইল; তিনি পুনরায় কহিলেন—"পথিক! আমি নিতান্ত দুঃখিনী ও হতভাগিনী; সে পরিচয় তোমাকে দিয়া আমি তোমাকে দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করি না। ভাল, তুমি যাইবে

বলিতেছ, যাও, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু একটী অনুরোধ রক্ষা কর।”

নরেন্দ্র। “কি অনুরোধ? ভগ্নী!”

কামিনী। “কি অনুরোধ? যদি রাখ, তবে বলি; আমার একটী সহোদর ছিল, ভাইটীকে আমি অনেক দিন দেখি নাই; পথিক! তোমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি; তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল– এক দিন থাকিবে,অধিক দিন নয়– অধিক দিন থাকিতে বলিব না।”

নরেন্দ্র। “আপনার সমভিব্যাহারে কোথায় যাইব?”

কামিনী। “পথিক! বলিতে লজ্জা করে, শরীর শিহরিয়া উঠে; আমি কারাগারে থাকি।”

নরেন্দ্র। “আপনার সহিত তবে কোথায় যাইব?”

কামিনী। “বন্দীগৃহেই যাইবে, সে আমাদের প্রকৃত বন্দী-গৃহ নহে; আমাদের নিকট প্রহরী নাই, আমরা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি।”

নরেন্দ্র। “সেখানে আপনারা কয়জন বন্দী আছেন?”

কামিনী। “আমরা দুইজন, দুইজনই স্ত্রীলোক; আমরা বন্দী ও দাসী।”

নরেন্দ্র। “আপনার দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হই-তেছে; দাসী! কাহার দাসী?”

কামিনী। “সে কথা পরে কহিব; তোমাকে ক্লান্ত দেখিতেছি, অগ্রে আমার সমভিব্যাহারে চল।”

নরেন্দ্র। “আমি আপনার সহিত যাইব, কিন্তু কিছু বিলম্বে; আমি অগ্রে আমার বন্ধুর অনুসন্ধান করিয়া আসি।”

কামিনী। "যাও, তুমি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া আইস; আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না; তুমি তোমার বন্ধুর অনুসন্ধান করিয়া উভয়েই আমার নিকট যাইও।"

নরেন্দ্র। "আপনি চলিলেন, কিন্তু কোথায় গেলে আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

কামিনী। "এখান হইতে পশ্চিম মুখে যাইবে, যাইয়া দেখিবে একটী নগরী; নগরীর মধ্যে যাইবে না, বাঁহাতি যাইবে; কিছু দূর যাইয়াই দেখিতে পাইবে, একটী অট্টালিকা, তাহার নিকট একটী শিবালয়, তুমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিও।"

নরেন্দ্র। "তবে আপনি অগ্রসর হউন, আমি পশ্চাদ্গমন করিব।"

কামিনী পশ্চাদ্দিকে চাহিতে চাহিতে সেখান হইতে আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন অবধি দেশীয় লোক দেখেন নাই; আজ যে তিনি কিরূপ আহ্লাদিত হইয়াছেন তাহা বলিবার নহে। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি নরেন্দ্র নাথের নিকট সর্ব্বদা থাকেন, তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদা দেখেন, তাঁহার সহিত সর্ব্বদা কথা কহেন এবং তাঁহার মিষ্ট কথা সর্ব্বদা শুনেন। পঠক! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা কখনও বিদেশে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, স্বদেশ কি মধুর পদার্থ এবং স্বদেশী কি প্রীতিপ্রদ।

কামিনী ক্রমে অন্তর্হিতা হইলেন। নরেন্দ্র নাথ এতক্ষণ দেখিতেছিলেন, কোন পথ দিয়া তিনি গমন করেন; তিনিও এক্ষণে আপনার বন্ধুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি আবার অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে মনে ভয় হইতে লাগিল। তিনি এক অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট উপস্থিত

হইয়া দেখিলেন, সেখানে সদ্যনির্গত রুধির পতিত রহিয়াছে। দেখিয়াই তিনি হতবুদ্ধি হইলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তাঁহার গাত্র লোমাঞ্চিত হইল—তিনি দেখিলেন, অনতিদূরে রক্তবর্ণ একখণ্ড বস্ত্র পতিত রহিয়াছে। তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইল—তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া নিকটে আসিলেন, নিকটে আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন, একখানি ছিন্ন অঙ্গবস্ত্র ও একখানি উত্তরীয়খণ্ড রুধিরপ্লাবিত হইয়া পতিত রহিয়াছে। চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড রুধিরধারায় শোভিত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তিনি আর চলিতে পারিলেন না; সেই খানেই উপবেশন করিলেন।

এ অঙ্গবস্ত্র কাহার? কাহার উত্তরীয়খণ্ড অদ্য রুধিরে প্লাবিত হইয়াছে? আহা! কোন হতভাগ্য পথিক হয়ত এই অরণ্যে আসিয়া প্রাণ হারাইয়াছে! পথিক! কি জন্য গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে? দস্যুগণের কালগ্রাসে পতিত হইবার জন্যই কি স্বজন বান্ধবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলে? দস্যুগণ! তোমরা এই হতভাগার কি শোচনীয় দশাই ঘটাইলে! আমার মন কি জন্য এত ব্যাকুল হইল? আমার বন্ধু শরৎসুন্দর এখন কোথায়? তিনিও কি তোমাদের করাল-কবলে পতিত? নরেন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে। তিনি সহসা চমকিত হইলেন, দেখিলেন, রুধির—প্লাবিত সেই অঙ্গবস্ত্র মধ্যে একখণ্ড কাগজ রহিয়াছে। তিনি সেই কাগজখানি গ্রহণ করিলেন—দেখিলেন, একখানি পত্র—পত্রখানি পাঠ করিলেন—

প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়তম শ্রীশরৎসুন্দর মুখোপাধ্যায়
হৃদয়—বল্লভেষু।

প্রিয় প্রাণাধিক!

তোমার প্রিয়তমা তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে, যেন তুমি তাহাকে বিস্মৃত না হও। সত্য বটে; সে দস্যুহস্তে পতিতা, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত পাপপঙ্কে প্রলিপ্তা হয় নাই এবং বোধ হয়, কখনই হইবে না। সে তোমাকে উত্তমরূপ জানে, এবং তুমিও তাহাকে বিলক্ষণ জান। সে জীবিত থাকিত না, যে সময় দস্যুহস্তে পড়িয়াছিল সেই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিত, কেবল আশাতেই এখন পর্য্যন্ত জীবন রাখিয়াছে। তাহার অনুসন্ধান করিয়া পুনরায় তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা। তুমি যদি তোমার প্রিয়তমাকে ভালবাস, প্রাণের সহিত ভালবাস, তবে পঞ্চকোট পাহাড়ের দক্ষিণে বিমল সরোবরে তাহার অনুসন্ধান করিও। কিন্তু সাবধান; যেন দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইও না; আমি জীবিতা আছি।

তোমারই দাসী।

শ্রীমতি——

পত্রখানি পাঠ করিয়া নরেন্দ্রনাথ অধীর হইলেন, আর আশা নাই, শরৎসুন্দর নিশ্চয়ই দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! শরৎ কহিয়াছিল, তাহার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু এই পত্র তাহার প্রণয়িনীই তাহাকে লিখিয়াছে। বন্ধু! কোথায় গমন করিলে? জন্মের মত দেখা করিলে! ভাই! একবার নিকটে এস, তোমায় আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শীতল করি। তোমার সে দেহই বা এক্ষণে কোথায়? তাহাও যদি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে সেই মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়াই জন্মের সাধ মিটাইতাম! উঃ কি

অদৃষ্ট! সেই দিব্য অঙ্গ হয়ত এক্ষণে মাংসাশী জন্তুদিগের আহার হইয়াছে! ভাই! সংসার-লীলা পরিত্যাগ করিলে! আহা তোমার প্রণয়িনীর দশাই বা এক্ষণে কি হইবে! ভাই! সকলই বিস্মৃত হইলে! তবে আর কেন—আমিও তোমার নিকটে যাই। দস্যুগণ! তোমরা কোথায়? নিকটে এস, আমাকেও আমার বন্ধুর নিকটে পাঠাও। নরেন্দ্রনাথ করুণস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, বাষ্প-বারিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এক ভুবনমোহিনী।

আর বেলা নাই, সন্ধ্যা হইয়াছে। পক্ষীগণ বাসায় যাইতেছে, ক্রমে সকল পদার্থই ধূসর বর্ণ ধারণ করিতেছে। অরণ্য নিস্তব্ধ, সময় নিস্তব্ধ এবং নরেন্দ্রনাথের মনও নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, সময়ের কি আশ্চর্য্য গতি! অদ্য সকালে কোথায় ছিলাম—কোথায় বন্ধুর সহিত চিরপ্রণয়ে বদ্ধ হইলাম—আবার কোথায় এক্ষণে তাহারই নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলাম! এই প্রাতঃকাল ছিল, দুই প্রহর বেলা হইল, আবার সন্ধ্যাও সমাগত হইয়াছে; এখনই রজনী আসিবে, আবার প্রাতঃকাল হইবে। পাঠক! মনুষ্যের অবস্থাও এই প্রকার। আজ তাঁহার সুখের দিন, কাল তিনি দুঃখসাগরে ভাসমান হইতেছেন—আজ তাঁহার জনক জননী বর্ত্তমান, কাল তিনি পিতৃ মাতৃ হীন সন্তান—আজ তাঁহার প্রাণাধিকা নিকট বর্ত্তিনী, কাল হয়ত তাহার সহিত চির বিচ্ছেদ। এই মাত্র শরৎসুন্দর জীবিত ছিলেন, তিনি

প্রণয়িণীর প্রণয় আশাতেই এই ভয়ানক দুর্গম স্থানে আসিয়াছিলেন। এখন কোথায় তিনি—কোথায় বা তাঁহার প্রেয়সী!

নরেন্দ্রনাথ এক্ষণে কামিনীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেন এবং পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী নগরী; তিনি কামিনীর কথামত তাহাতে প্রবেশ করিলেন না, বামদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনতিদূরে দেখিতে পাইলেন একটী অট্টালিকা, অট্টালিকার চতুর্দ্দিকই উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তিনি কোন মনুষ্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন না, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়াই নিকটে একটী মন্দির দেখিতে পাইলেন। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন, এই মন্দিরেই সেই কামিনী তাঁহাকে আসিতে কহিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, অতিশয় ভীত হইলেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোথায় ছিলাম! কোথায় আসিলাম! কোথায়ই বা যাইতেছি! আবার মনে করিলেন, অনর্থক কি জন্য ভয় করিতেছি? আমাকে তিনি এই মন্দিরেই প্রবেশ করিতে কহিয়াছিলেন। তিনি সাহসে ভর করিয়া সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দেবালয় অন্ধকারময়; কোন আলোক নাই। নরেন্দ্রনাথ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অতি কাতরস্বরে, কহিলেন—“কৈ এ মন্দিরের মধ্যে কেহই নাই!”

নরেন্দ্রনাথ এইরূপ কহিতেছেন, সহসা পার্শ্ব হইতে কি একটী কথা শুনিতে পাইলেন; তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, “আপনি কে?”

কথাটি শুনিয়া তিনি স্থির করিলেন, ইহা কোন রমণী-কণ্ঠ-নির্গত মধুর শব্দ। কিন্তু যে কামিনীর সহিত অরণ্যে দেখা হইয়াছিল,

ইহা তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত নহে। এ কথাটী তাহা অপেক্ষাও মধুর; তাহা অপেক্ষাও মিষ্ট এবং অতিশয় মৃদু। এরূপ স্বর কেবল কোকিলকণ্ঠেই সম্ভবে। পূর্ণ যুবতীর স্বরও এরূপ নহে, সে স্বর মিষ্ট ও গম্ভীর। এ কথাটী কোন বালিকা, কোন স্কুমারী, কহিয়াছে। তিনি আবার শুনিলেন— সেইরূপ মধুরস্বরেই শুনিলেন, "মন্দিরে কে প্রবেশ করিয়াছ?"

কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের সকল চিন্তা দূর হইল, তিনি সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। এরূপ মধুর স্বর তিনি কখনও শুনেন নাই— এরূপ সুধারস কখনও পান করেন নাই।

তিনি দুই তিনবার এইরূপ প্রশ্নের পর উত্তর প্রদান করিলেন, "আমি এক পথিক।"

আবার পার্শ্ব হইতে সেই কামিনী-কণ্ঠের মধুরস্বরই শুনিতে পাইলেন, "আপনাকে কে এখানে আসিতে বলিল?"

তিনি কহিলেন, "নিকটস্থ উপবনে এক কামিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনিই আমায় এখানে আসিতে কহিয়াছেন।"

"তবে এই দিকে আসুন।" নরেন্দ্রনাথ এই কথাটী শুনিতে পাইলেন এবং পার্শ্বস্থ একটী দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। কিন্তু তিনি সেই মধুরভাষিণীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন, আবার অন্যদিক হইতে সেই মধুর স্বরেই শুনিতে পাইলেন— "দ্বার রুদ্ধ করুন্।"

তিনি তাহাই করিলেন। কিন্তু সেখানেও আলোক নাই। তিনি আবার শুনিতে পাইলেন "নির্ভয়ে আসুন্, কোন ভয় নাই।"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন; "কোথায় যাইব? সকলই অন্ধকার।"

আর তিনি কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, কিয়ৎক্ষণ

পরেই দেখিলেন, কে আলোক লইয়া আসিতেছে। আলোক নিকটে আসিলে, তিনি দেখিলেন, সেই স্নেহময়ী কামিনী। তাঁহাকে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন। কামিনী হস্তে প্রদীপ লইয়া নিকটে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন; "পথিক! আসিয়াছ, তোমার বন্ধু কোথায়?"

নরেন্দ্র। "আমার বন্ধু আর জীবিত নাই।"

এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কামিনীও এই কথা শুনিয়া মলিনবদনা হইলেন। কেন যে তাঁহার মনের ভাব বিকৃত হইল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু আবার প্রসন্না হইয়া নরেন্দ্রনাথকে কহিলেন "পথিক! ক্রন্দন করিও না; সকলই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে; চল, এক্ষনে শ্রান্তিদূর করিবে।"

এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পশ্চাদ্গামন করিতে লাগিলেন। এক প্রকোষ্ঠ দুই প্রকোষ্ঠ পরে তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইয়া তিনি সেই কামিনীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং আদেশমত একটী পালঙ্কের উপরে উপবেশন করিলেন। কামিনী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ঘরখানি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত; চারি ধারে চারিটী মাত্র গবাক্ষ এবং একটি প্রশস্ত দ্বার আছে। গৃহে অপর কেহই নাই দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সুধীরে! এ গৃহ কার? কাহার কারাগারে আপনি বদ্ধ আছেন?"

কামিনী। "ইহা রাজা বীরবল সিংহের গৃহ।"

নরেন্দ্র। "তিনি কি জাতি?"

কামিনী। "রাজপুত।"

নরেন্দ্র। "রাজপুত? রাজপুতের এ প্রকার আচরণ! ভাল, আপনি এখানে একাকিনী কেমন করিয়া থাকেন?"

কামিনী। "পথিক! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, যে, আমরা দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক এখানে থাকি, দুই জনই কাঙ্গালিনী এবং কারারুদ্ধা।"

নরেন্দ্র। "অপর কামিনী———"

এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন এক পরমা সুন্দরী কুমারী হস্তে কি গ্রহণ করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত বদনে সেই গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। তাঁহার রূপের ছটা বসন ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে, কারণ বিজলি কখনও আবরণে লুক্কায়িত থাকে না। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যে, এই কোকিল-কণ্ঠার সহিতই তাঁহার শিবালয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। কুমারী আসিয়া খাদ্যপরিপূর্ণ পাত্রটী পালঙ্কের উপর রাখিলেন এবং পুনর্ব্বার বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। কামিনী তাঁহাকে বাহিরে গমন করিতে দেখিয়া, "বিরাজ, বিরাজ" বলিয়া দুই বার ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না; পুনর্ব্বার ডাকিলেন, "বিরাজমোহিনি!" উত্তর পাইলেন না, কিন্তু দেখিলেন বিরাজমোহিনী কপাটের অন্তরাল হইতে পথিকের মুখখানি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছেন এবং এক একবার মৃদু মধুর হাসিতেছেন। কামিনী তাহা দেখিতে পাইলেন, এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিরাজ! ঘরে আইস; পথিক আমাদিগের ঘরের লোক, তাঁহার নিকট লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই।"

বিরাজ হাসিতে হাসিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কামিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি আশ্চর্য্য দেখিলেন; দেখিলেন, এক অপরূপ

রূপ—এরূপ রূপ তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি দেখিলেন, বিরাজমোহিনীর বদন খানি কতক অনাবৃত—দেখিলেন, বিরাজমোহিনী এক ভুবন মোহিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নে কি জাগরণে।

সকলে পালঙ্কে বসিয়াছেন; সকলেরই মনের ভাব পৃথক্ পৃথক্। সকলেই আজ অতি সুখী। জ্যেষ্ঠা কামিনী সহোদরোপম স্বদেশীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুখী; নরেন্দ্রনাথও সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় সেই করুণাময়ী কামিনীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুখী; কিন্তু তাঁহার সুখের আরও কারণ আছে, তাঁহার মনোমন্দিরে অদ্য বিরাজমোহিনীর স্বর্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিরাজমোহিনীও সুখী এবং প্রফুল্ল; কিন্তু তাঁহার সুখের ও প্রফুল্লতার একমাত্র কারণ সেই পথিক; তিনি নরেন্দ্রনাথের প্রতি সরল দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ঈষৎ হাসিতেছেন, আবার মুখ অবনত করিতেছেন; এবং মনে মনে কত সুখানুভব করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথও দেখিতেছেন, কিন্তু যখন দেখিতেছেন তখন বিরাজমোহিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা—অবনত বদনা। কিন্তু অবগুণ্ঠনে কি করিবে? তাঁহার মনের ভাব অবগুণ্ঠনে ঢাকা যাইতেছে না। তাঁহার আনন্দ এবং আনন্দের চিহ্ন হাসিটী বসন ভেদ করিয়াও দেখা যাইতেছে। পাঠক! ইহা দেখিয়া কি মনে হয়? তাঁহাদের মনে কিসের ভাব উদয় হইয়াছে? হাসিমুখের এ নূতন হাসি কেন? বালিকা বয়সে এ মধুর লজ্জা

এ সরল কটাক্ষ কি জন্য? এ কিসের ভাব? ইহার উত্তর এই, যে, তাঁহাদিগের উভয়েরই মনে প্রেমের অঙ্কুর, এই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছে—বিশুদ্ধ প্রণয় তাঁহাদের কোমল অন্তঃকরণে এই প্রথম প্রবেশ করিয়াছে।

জ্যেষ্ঠা কামিনীও ইহাতে পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি বিরাজের সুখেই সুখী, বিরাজকে সুখী দেখিয়া আজ তিনি সুখী হইয়াছেন— বিরাজের আনন্দে আজ তিনি আনন্দিতা হইয়াছেন। বিরাজের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তিনি বিরাজকে পাইয়াছেন এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীরমত তাঁহাকে এত দিন লালনপালন করিয়াছেন। এক্ষণে বিরাজের বয়স পঞ্চদশ বৎসর; তিনি কোন সুপাত্রের হস্তে অর্পিত হন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। বিরাজ তাহার প্রাণ-সমা— বিরাজকে পাইয়া অবধি তিনি সকল দুঃখই বিস্মৃত হইয়াছেন। বিরাজমোহিনীও অতিশয় শান্ত-স্বভাবা; তিনি সকল বিষয়েই সেই কামিনীর পরামর্শ লইতেন এবং তাঁহাকে জ্যেষ্ঠাভগিনীস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। এক্ষণে তিনি কিছু অন্যমনা হইয়াছেন; কামিনী তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং হাসির সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিরাজ! তোমার ঘুম পাইয়াছে?"

বিরাজমোহিনী কোন উত্তর দিলেন না, মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

কামিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে কেন? যদি ঘুম পাইয়া থাকে এই পালঙ্কের উপর শয়ন কর।"

এই বলিয়া একটু হাসিলেন, বিরাজও হাসিলেন এবং নরেন্দ্রও হাসিলেন।

বিরাজ। "তুমি কোথায় শয়ন করিবে?"

কামিনী। "আমিও এইখানে শয়ন করিব।"

বিরাজ লজ্জায় মস্তক হেট করিলেন এবং কহিলেন "না— আমার ঘুম পায় নাই।"

কামিনী। "আমি বুঝিয়াছি, তোমার আজ ঘুম পাবে না।"

বিরাজমোহিনী কিছু বলিলেন না, মস্তক হেট করিয়া রহিলেন।

কামিনী বিরাজমোহিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "আহা! বিরাজ! আমাদের কপালে কি—"

এই বলিতে বলিতে তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিলেন। তিনি শুনিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন; হাসিতে তাহার মুখ পরিপূর্ণ হইল। বিরাজ কিছুই শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু হাসি দেখিয়া মনে করিলেন 'পরামর্শ অশুভ নয়!'

কামিনী নরেন্দ্রনাথকে কহিলেন "পথিক! আমার বিরাজমোহিনী বড় সরলমনা, আমি এর বিবাহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিতা— কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; "কারাগারে বাস।—"

কামিনীকে এইরূপ কহিতে দেখিয়া বিরাজমোহিনী পশ্চাৎ হইতে অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কামিনী হাসিয়া কহিলেন, "ইহাতে লজ্জা কি? বিরাজ! তুমি কি চিরকালই আইবড় থাকিবে?"

বিরাজ আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমি চিরকালই থাকিব, তাহাতে ক্ষতি কি?"

কামিনী। "তুমি থাক, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু থাকিতে পাইবে না। তুমি ছেলে মানুষ কিছু বুঝিতে পার না—আমরা কারাবাসিনী আমাদের ধর্ম্ম রাখা অতি দুর্ঘট।"

এই বলিয়াই তিনি নিস্তব্ধ হইলেন, আবার নরেন্দ্রনাথকে কহিলেন, "পথিক! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

নরেন্দ্র। “এখনও হয় নাই।”

কামিনী। “আমার ইচ্ছা তোমার মত কোন সুপাত্রের হস্তে আমার বিরাজকে সমর্পণ করি।”

বিরাজ একটু হাসিলেন, সে হাসির অর্থ এই, যে বিরাজের ও তাহাই ইচ্ছা।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল, নিদ্রায় সকলেরই চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। কিন্তু বিরাজের চক্ষে নিদ্রা নাই। কামিনী তাহা দেখিয়া কহিলেন “বিরাজ! তুমি এইখানেই থাক, আমি শুই গে, আমার ঘুম পাইয়াছে।”

বিরাজ। “আমি বুঝি এখানে থাকিতে চাহিতেছি?”

কামিনী। “চাহিতে আর কেমন করে হয়, তোমার চক্ষে আজ ঘুম নাই, অন্যান্য দিন সন্ধ্যাকালে তুমি নিদ্রা যাও।”

বিরাজ। “ঘুম পায় নাই তা আমি কি করিব?”

কামিনী। “আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি, আজ তোমার ঘুম পাইবে না।”

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে কামিনী পথিকের নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং শয়নাগারে গমন করিলেন। বিরাজও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। কিন্তু যাইবার কালিন পা সরে না, চক্ষু এগুতে চায় না। বিরাজ পশ্চাৎ দিকে চাহিতে চাহিতে—নিস্পন্দ লোচনে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে—শয়ন করিতে গেলেন। তিনি আর পথিককে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু মনে মনে সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন—হৃদয় হইতে সে মূর্ত্তি গেল না। কামিনী শয়ন করিবা মাত্র নিদ্রিতা হইলেন, কিন্তু বিরাজমোহিনী জাগিয়া রহিলেন, তাঁহার নিদ্রা আসিবে কেন?

নরেন্দ্রনাথেরই বা নিদ্রা আসিবে কেন? বিরাজেরও যে ব্যাধি

নরেন্দ্রনাথেরও তাই। বিরাজও যাহা ভাবিতেছেন, তিনিও তাহাই ভাবিতেছেন। তিনি তাঁহার হৃদয়বন্ধু শরৎসুন্দরকে এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। বিশুদ্ধ প্রেমের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! নিঃস্বার্থ প্রণয়ের কি মধুর ভাব!

নরেন্দ্রনাথ তুলি ধরিয়া বিরাজমোহিনীকে চিত্তপটে চিত্রিত করিতেছেন; এমন সময়ে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার চক্ষের উপর বসিল— তিনি সকলই বিস্মৃত হইলেন। নরেন্দ্র! এখন তোমার বিরাজ কোথায়? বোধ করি, তোমার মনোমধ্যেই আছেন। বিরাজকে তুমি কখনই ভুলিতে পারিবে না— কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, সেরূপ মধুর পদার্থ ভুলা যায় না।

এই যে নিদ্রিত অবস্থায়ও তোমার মুখখানি হাসি হাসি হইয়াছে! আবার এ কি? নরেন্দ্রনাথ! তোমার মুখখানি হঠাৎ শুষ্ক হইল কেন? এই যে, তুমি কাঁদিতেছ! কাঁদিতে২ আবার কি বলিতেছ—"হা জগদীশ্বর! শরৎ! কোথায় রহিলে? জননি! পিতা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল না— বিরাজ! চলিলাম, মনে রেখো।"

নরেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহার মনোমধ্যে কত ভাবের উদয় হইতেছে! তিনি আবার কি বলিতে লাগিলেন—"স্বপ্নে, কি জাগরণে! কে এ গান করিতেছে? আহা, মধুর সঙ্গীত! বোধ করি, দেব কন্যারা গান করিতেছেন। আমি কি ঘুমুচ্চি? হইা কি স্বপ্ন? না— এই যে যথার্থ ই কে গান করিতেছে"—

এ কারাবাসিনী, চির অনাথিনী,
সতত দুখিনী-রে।

"আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি, না জেগে আছি? এই যে, আবার শুন্‌তে পাচ্চি"—

বিরাজ মোহিনী, এ কারাবাসিনী,
কত দিন জীবে-রে।

" স্বপ্নে, কি জাগরণে?"

নরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত অবস্থায় এইরূপ কহিতে কহিতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন— আবার চাহিলেন, পুনরায় শুনিতে পাইলেন, কে মধুর স্বরে কোকিল কণ্ঠে দুঃখের সহিত সঙ্গীত করিতেছে। তিনি এবার মনোযোগ দিয়া শুনিলেন,

এ কারাবাসিনী, চির অনাথিনী,
সতত অসুখী-রে।
বিধাতা বিমুখ, নাহি কোন সুখ,
জর জর তনু-রে।
কাহে এ রতন, হেরিল নয়ন,
পাসরিতে নারি-রে।
নয়ন হেরিল, সাধ না পূরল,
সরম বাধিল-রে।
বিরাজমোহিনী, এ কারাবাসিনী,
কতদিন জীবে-রে॥ *

নরেন্দ্রনাথ এই সঙ্গীত শুনিয়া প্রথমে মনে করিলেন, স্বপ্নে শুনিতেছি। তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, স্বপ্নে নয় জাগরণে— তাঁহার বিরাজমোহিনীই এই সঙ্গীত করিতেছেন।

---

* রাগিনী জয়জয়ন্তী-তাল ঢিমেতেতালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মণিহারা-ফণিনী।

রজনী প্রভাত হইয়াছে, পক্ষীগণ কলস্বরে গান করিয়া উঠিল। চক্রবাক্ আহ্লাদ সহকারে চক্রবাকীর নিকটে উপস্থিত হইল। উঃ! তাহারা সমস্ত রাত্রিই বিরহ-বেদনা সহ্য করিয়াছে; এক্ষণে তাহাদের মিলন হইবে— এখন তাহাদের সুখের দিন। দিন সকলের পক্ষে সমান যায় না— আজ কাহারও সুখের দিন, আবার কাহারও দুঃখের দিন। আজ কোন জননী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিতেছেন— আবার কোন দুখিনী হয়ত একমাত্র উপযুক্ত পুত্র সন্তানের বিলয় দেখিয়া অশ্রু-নীরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। আজ কোন যুবতী প্রাণপতির সহিত রসালাপে সুখানুভব করিতেছেন— আবার কোন হতভাগিনী বিধবা হইয়া জন্মের মত হৃদয় স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন। আজ কোন যুবক, নূতন বিবাহ করিয়া, নববধূর হাসি হাসি' মুখখানি দেখিয়া, সর্ব্বদা হাসিতেছেন— আবার কোন হতভাগ্য হয়ত সেই প্রাণাধিকার নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া মনের দুঃখে অস্থির হইতেছেন। এই প্রভাত হইল, আজ কত লোকের সম্পদ ও কত লোকের বিপদ! পাঠক! আজ বিরাজমোহিনীর এবং নরেন্দ্রনাথের কি বিপদ! এই প্রগাঢ় প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াও আজ নরেন্দ্রনাথ বিদায় লইবেন।

কামিনী নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, যে ঘরে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিয়া আছেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বসিয়া আছেন— করদেশে কপোল বিন্যাস

করিয়া কি ভাবিতেছেন। কামিনী তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং কহিলেন, "ভাই! এরূপ ভাবে বসিয়া আছ কেন?"

নরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন— তাঁহার সম্মুখে সেই করুণাময়ী কামিনী। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "ভগিনি! আমি অতি হতভাগ্য। আমার চিন্তা করিবার অনেক কারণ আছে। সে সকল আপনার শুনিয়া কি হইবে? আপনাকে দুঃখসন্তপ্তা দেখিতেছি, আমার বিবরণ শ্রবণ করিলে আপনাকে আরও সন্তপ্তা হইতে হইবে। আমার তুল্য দুর্ভাগ্য আর কেহই নাই—"

এই রূপ কহিতে কহিতে নরেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিলেন। কামিনী এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া নরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিলেন এবং সজল-নয়নে কহিতে লাগিলেন— "ভাই! কাঁদিও না— শান্ত হও; ও সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমি নিতান্ত দুখিনী ও হতভাগিনী; তুমি আমার বন্ধু—তুমি যে মনদুঃখ পাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ভাই! ঈশ্বর আমার প্রতিকূল এবং যে লোক আমার মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাহারও প্রতিকূল।"

নরেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন এবং কহিলেন, "ভগিনি! আপনিই আমারে জীবন দান করিয়াছেন, আমি আপনার নিকট চিরকাল ঋণী রহিলাম— আমাকে মনে রাখিবেন— এক জন অকৃতজ্ঞ ভাই বলিয়া মনে রাখিবেন। আমি এক্ষণে চলিলাম।"

কামিনী। "ভাই! তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি অনেক সুস্থ হইয়াছি— আমার ক্লেশের অনেক লাঘব হইয়াছে। আমাদের সহিত তুমি কিছু দিন অবস্থিতি কর। আমি হতভাগিনী, আমার বিরাজমোহিনীও জনম দুখিনী—"

এই কথা কহিতে কহিতে কামিনী সহসা নীরব হইলেন এবং একদৃষ্টে কি দেখিতে লাগিলেন। কামিনী একদৃষ্টে কি দেখিতে লাগিলেন? বিরাজ কপাটের অন্তরাল হইতে অশ্রু মোচন করিতেছেন এবং এক এক বার নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কামিনী তাহাই দেখিতে লাগিলেন। বিরাজ সুপাত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন, ভাবিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন কিন্তু তিনি আবার ভাবিলেন, নরেন্দ্রনাথ অপরিচিত, পাছে বিরাজের মন অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলেত বিরাজের দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখ মলিন হইল কিন্তু পরক্ষণেই সে মলিনতা আবার দূর হইল; তিনি প্রসন্না হইলেন; ভাবিলেন, পথিককে আমি ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি— পথিকের হস্তে বিরাজ অর্পিত হইলে, আমি অবশ্যই সুখী হইব।

এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে কামিনী বিরাজের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া পুনরায় নরেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া উপবিষ্টা হইলেন। তিনি বিরাজকে কোলে করিলেন এবং বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি বিরাজের হস্ত ধারণপূর্ব্বক নরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি অদ্য বাটী যাইবে বলিতেছিলে, সেই জন্যই বোধ হয়, আমার বিরাজ কাঁদিতেছে। তোমাকে আর এক দিন আমাদের সহিত অবস্থিতি করিতে হইবে— আজ আমরা তোমায় ছাড়িয়া দিব না।"

নরেন্দ্র। "ভগ্নি! আমি অদ্যই বিদায় লইব— আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। কোন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে

স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে ; যদি মানস সফল হয়, তাহা হইলে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং সাধ্যানুসারে আপনাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা করিব। যদ্যপি অভীষ্ট সাধন না করিতে পারি,তাহাহইলে আর দেখা হইবে না— এই চিরবিদায়।”

কামিনী। “ভাই! তোমার মন চঞ্চল হইয়াছে— তুমি যাইবে বলিতেছ, যাও, আমি বারণ করিব না, কিন্তু দে'খ, আমরা কারাবাসিনী— আমাদিগকে বিস্মৃত হইও না। তুমি দুখিনীদের বিষয় কিছুই জাননা, পুনর্ব্বার দেখা হইলে সমস্তই অবগত হইবে। বৎস! অদ্য গমন কর, ঈশ্বর তোমার——”

তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেলন না, নিস্তব্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বহির্গত হইলেন এবং সজল নয়নে গমন করিতে লাগিলেন। বিরাজ নরেন্দ্রনাথের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন— ক্রমে নরেন্দ্রনাথ অন্তহৃত হইলেন। বিরাজ এখনও চাহিয়া আছেন— তিনি মনে করিলেন এখনও দেখিতে পাইব, চাহিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার জ্ঞান নাই— তিনি আজ 'মণিহারা ফণিনী'।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জনে।

পাঠক মহাশয়! বিরাজমোহিনী ও কামিনী কাহার কারাগারে বদ্ধা আছেন, সে বিষয় আপনারা কিছুই অবগত নহেন। এক্ষনে দস্যুরাজ বীরবল সিংহের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পঞ্চকোট পাহাড়ের অনতিদূরে দেবরুগড় নামে এক সুন্দর নগরী আছে; ঐ নগরীই রাজা বীরবল সিংহের রাজধানী। রাজা বীরবল সিংহ এক জন রাজপুত, কিন্তু তাঁহার মত নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত রাজপুত অতি বিরল। তিনি এক জন নরঘাতী পিশাচ— নরহত্যাই তাঁহার ধর্ম্ম— পরের সর্ব্বনাশ করাই তাঁহার গৌরব। দেবরুগড়স্থ যাবতীয় রাজপুতই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে— রাজা বীরবল সিংহ তাহাদের মধ্যে প্রধান। দস্যুগণ পার্শ্বস্থ অরণ্যমধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং যখন যে পথিককে দেখিতে পায়, হয় তাহার প্রাণসংহার করে, নয় তাহার দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কারাগারমধ্যে আবদ্ধ করে। প্রায় শত শত হতভাগ্য পথিক এইরূপ দশাগ্রস্ত হইয়া দস্যুরাজের কারাগারমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে— স্ত্রীলোক কেবলমাত্র দুই জন বন্দী হইয়া আছে— সে দুই জন কামিনী ও বিরাজমোহিনী।

কামিনী ও বিরাজমোহিনীর কোন স্থানে যাইবার নিষেধ ছিল না, তাহার কারণ এই মাত্র, যে, তাঁহাদের কোন স্থানই পরিচিত নহে। তাঁহারা পলাইতে পারিবেন না, এই কারণেই নিকটে প্রহরী নাই। কোন লোকই পরিচিত নহে, এই কারণে সকল লোকের নিকট যাইতে পারেন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর; অদ্য সকালে পথিক কারাগার হইতে গমন করিয়াছেন— কামিনী অশ্রুজলে অঙ্গ বিসর্জ্জন দিতেছেন। যাহাকে দেখিয়া অবধি সকল দুঃখ বিস্মৃতা হইয়াছেন, সকল চিন্তা দূর করিয়াছেন, যাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন, এমন কি, দেখিয়া অবধি যাহাকে সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করিয়াছেন এবং বিরাজ যাহাকে সরল হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই পথিক। পথিক কে? পথিককে দেখিয়া কি জন্য তাঁহার মন ওরূপ প্রফুল্ল হইয়াছিল, তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন। তাঁহার শরীরে সুখ নাই, মনেও সুখ নাই— তিনি এক মনে পথিকের বিষয়ই আন্দোলন করিতেছেন। পথিককে দেখিয়া মনের আহ্লাদে তিনি সকলই বিস্মৃতা হইয়াছিলেন— তিনি পথিককে তাহার পরিচয় পর্য্যন্তও জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কামিনী পথিকের বিষয় ভাবিতেছেন, সহসা তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন ভাবের উদয় হইল; তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন— বাষ্পসলিলে তাঁহার অঙ্গ প্লাবিত হইল। বিরাজকে তিনি সান্ত্বনা করেন, তাঁহাকে কে সান্ত্বনা করিবে? তাঁহার সকল কথাই মনে হইতে লাগিল; কারাগারে বাস— কবে কি হইবে! পলাইয়া যাইবেন? যাইতেও পারেন, তাঁহার কোন স্থানে যাইবার নিষেধ নাই। কিন্তু কোথায় যাইবেন? অরণ্যের মাঝে আছেন— কোন স্থানই তাঁহার পরিচিত নহে। তাহাতে আবার স্ত্রীলোক! কারাগারে যে আশঙ্কা—

পথিমধ্যেও সেই আশঙ্কা। আবার বিরাজ! বিরাজকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন—কোথায়ইবা লইয়া যাইবেন? আত্মহত্যা করিবেন? বিরাজের দশা তাহা হইলে কি হইবে? বিরাজকে তিনি ভগিনী অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন। কি করিবেন—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। কাঁদিয়াই বা কি করিবেন? কিন্তু মন মানে কৈ? তিনি কিছু স্থির হইলেন—বিরাজকে মনে পড়িল, বিরাজ এ সময় কি করিতেছেন, দেখিতে তাঁহার কৌতুহল জন্মিল—তিনি বিরাজকে দেখিতে চলিলেন।

যে গৃহে বিরাজ সর্ব্বদা উপবিষ্টা থাকেন, কামিনী সে গৃহে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না; তিনি মনে মনে নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন—বিরাজের জন্য তাহার মন আকুল হইল। তিনি ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুপ্তদ্বারটী মনে পড়িল—তিনি সেই দিকে গমন করিয়া দেখিলেন, দ্বার উদ্ঘাটিত। দ্বারে প্রবেশ করিয়া তিনি বাহিরে গমন করিলেন—বাহিরে একটী প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র পুষ্পবন আছে। পুষ্পবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিরাজ একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া আছেন। বসিয়া কি করিতেছেন? পূর্ব্বে যেমন পুষ্প তুলিয়া মনোহর মালা গাঁথিতেন, আজও কি মালা গাঁথিতেছেন? তাঁহার অঙ্গ নিষ্পন্দ; তিনি মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতেছেন—বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গিয়াছে—চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। কামিনী নিষ্পন্দলোচনে বিরাজকে দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। সহসাই কামিনীর মুখ প্রফুল্ল হইল; তিনি দেখিলেন, যে বিরাজমোহিনী অপরিস্ফুট স্বরে সঙ্গীত করিতেছেন,

যার লাগি প্রাণ কাঁদে সে যদি নিদয় হে।
তবে আর এ জীবনে কিবা প্রয়োজন হে॥
নিদাঘে তাপিত কায়, তৃষিত চাতকী প্রায়,
দর্শন-বারি-আশায়, দহিছে জীবন হে॥
নলিনী দিনেশে হেরে, হাসে দেখ সরোবরে,
তবুনা ভুলিতে পারে, বিরহ-দহন হে॥
জীবনে নাহিক ফল, জনম হ'ল বিফল,
অভাগিনী কেন বল, তবে আর রয় হে॥ *

বিরাজমোহিনী সঙ্গীত করিতেছেন, তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বহিতেছে; তাঁহার আজ জ্ঞান নাই— সম্মুখে তাঁহার সেই সহবাসিনী দণ্ডায়মান, তিনি তাহা অনুভব করিতেও পারিলেন না। কামিনীর চক্ষে জল আসিল, তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন— ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে আর থাকিতে পারিলেন না, আস্তে আস্তে ডাকিলেন, "বিরাজ!"

কোন উত্তর পাইলেন না, পুনশ্চ ডাকিলেন, "বিরাজমোহিনি!"

আবার উত্তর পাইলেন না। কামিনী বিষণ্ণা হইলেন— তাঁহার মুখে বাক্য নাই; বিরাজ তাঁহার প্রাণসমা— বিরাজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, তিনি কিরূপে স্থির থাকিবেন? তিনি চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এক মনে কি ভাবিতেছেন, সহসা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল, "কোথা যাও? পলায়ন করিও না, সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে— কণ্ঠহার ছিন্নভিন্ন করিলে! নিষ্ঠুর পথিক!—"

"পথিক" এই কথা শুনিয়া বিরাজ চমকিয়া উঠিলেন, নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন কেহই নাই কেবল তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার সহচরী দণ্ডায়মান আছেন। তিনি একটু লজ্জিতা হই-

* পাহাড়িয়া—আড়া ঠেকা।

লেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। আবার জল আসিল, আবার তিনি মুছিয়া ফেলিলেন, কিন্তু জল থামিল না।

কামিনী নিকটে যাইয়া বিরাজকে কোলে করিলেন, মুখ খানি বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে ক্ষণেক তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বিরাজের অশ্রুবেগ উথলিয়া উঠিল, তিনি নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু কিছুতেই থামিল না। কামিনী অঞ্চলদ্বারা তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন এবং করুণস্বরে কহিলেন, "বিরাজ আর কাঁদিও না। তোমার অশ্রুজল দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

বিরাজ কিছুই উত্তর করিলেন না— নিরবেই রহিলেন। কামিনী পুনর্ব্বার কহিলেন, "আর কাঁদিও না, কাঁদিয়া কি হইবে? পথিক কহিয়া গিয়াছেন, আবার আসিবেন।"

'আবার আসিবেন,' দৈববানীবৎ এই কথা বিরাজের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, তিনি আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমি কি পথিকের নিমিত্ত কাঁদিতেছি?"

কামিনী। "তবে কাহার জন্য কাঁদিতেছ, কাহার নিমিত্ত এ চক্ষু দুইটী রক্তবর্ন হইয়াছে?"

বিরাজ নিরবে রহিলেন, বোধ হইল যেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

কামিনী কহিলেন, "বিরাজ! তুমি পথিকের নিমিত্তই ভাবিতেছ। তুমি বালিকা— তোমার সরল হৃদয় তুমি পরকে কেন অর্পণ করিলে?"

"পর"এ কথাটী বজ্রনিনাদবৎ বিরাজের কর্ণকুহরে প্রবেশ

করিল। তিনি ভাবিলেন, "পথিক পর নহেন— পথিক প্রাণেশ্বর" বিরাজের মুখ আবার প্রফুল্ল হইল, তিনি নিরবে বসিয়া রহিলেন।

কামিনী পুনর্ব্বার কহিলেন, "বিরাজ! তুমি অন্যমনস্ক হইও না, তুমি এরূপ কোমল বয়সেই এই ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমরা তোমার মত বয়সে প্রণয় কাহাকে বলে জানিতাম না, যাহা হউক, যখন তুমি প্রণয়ের বশীভূত হইয়াছ তখন আর ভাবিও না, পথিক আবার আসিবেন।"

বিরাজ। "আমি আর কাঁদিব না।"

কামিনী। "আর কাঁদিও না, কাঁদিলে আর কি হইবে? দিন দিন শরীর জীর্ণ হইবে। নির্জ্জনে আর কেন— তবে চল।"

এই বলিয়া কামিনী বিরাজকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আবাস—মন্দিরে।

সুসজ্জিত কোন গৃহমধ্যে এক বীরপুরুষ এবং এক সুন্দরী রমণী বসিয়া আছেন। যোদ্ধৃপুরুষের চক্ষু আরক্তিমবর্ণ, তিনি মস্তক নত করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। সুন্দরী করতলে মস্তক রাখিয়া গাঢ়চিন্তায় মগ্না। তাঁহার মন অসুস্থ—তাঁহার সম্মুখস্থ বীরপুরুষ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মন অসুস্থ— তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে ব্যাঘাত জন্মিল বলিয়া তাঁহার মন অসুস্থ। তিনি বীরপুরুষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, সহসা তিনি জলধি-নিনাদবৎ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তুমি বারম্বার আমার নিকটে আর এসব কথা কহিও না।"

সুন্দরী। "কাহার নিকট কহিব ?"

বীরপুরুষ। "কাহারও নিকট না। আমি তোমায় এ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেও নিষেধ করিতেছি।"

সুন্দরী। "আপনি না বুঝিয়া নিষেধ করিতেছেন।"

বীরপুরুষ। "আমি না বুঝিয়া নিষেধ করে থাকি, তাহা আমার ইচ্ছা।"

সুন্দরী। "নাথ! আপনার কি জন্য এরূপ অসদিচ্ছা হইল ?"

বীরপুরুষ। "কি জন্য হইল? তুমি বল দেখি, এত হতভাগ্য কারাবাসীর মধ্যে এই দুই জনেরই নিমিত্ত তুমি কি জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ?"

সুন্দরী। "তাহার কারণ আছে। এই যে অসংখ্য কারাবাসী আছে, ইহারা অধিক দিনের নিমিত্ত নহে। একে একে সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। জঠরানলে সকলেই দগ্ধ—জঠরানলে দগ্ধ হইয়াই তাহারা প্রাণত্যাগ করিতেছে। নাথ! কারাবাসীদিগকে মুক্তি দিবার নিমিত্তই কি আপনাকে অনুরোধ করিতে ত্রুটি করিয়াছিলাম ? কিন্তু আপনিত দাসীর কোন অনুরোধই রক্ষা করেন না, আপনি আমার কথা শুনিলেন না দেখিয়াই আমি সে উদ্যোগ হইতে নিরস্ত হইয়াছি। এখন কেবল একটী ভিক্ষা— এ অনুরোধ যদি না রাখেন তবে আপনার নিকট আর কোন যাচ্ঞা করিব না।"

বীরপুরুষ। "এই ভিক্ষা অপর দুই ব্যক্তির জন্য কর।"

সুন্দরী। "অপর দুই জনের নিমিত্ত করিব না। এই অসংখ্য কারাবাসীর মধ্যে আমি কোন্ দুই জনের উপকার করিব? আমি যাহাদের উপকার করিতে সংকল্প করিয়াছি, তাহাদের যদি উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে কেহই দুঃখিত হইবে না— বরং সকলেই সুখী হইবে। যাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া সন্তপ্ত কারাবাসী-

দিগেরও চক্ষে জল আসে, নাথ! আপনি তাহাদের উপকার করিতে কি জন্য বিরত হইতেছেন? তাহাদের মুক্তির জন্য আপনাকে কত দিন অনুনয় করিলাম, আপনি তাহা শুনিলেন না। এক্ষণে যে অনুরোধ করিয়াছি তাহা যদি না রাখেন, তবে আর এক ভিক্ষা—আপনি অপর কারাবাসীদের ন্যায় তাহাদিগকেও অদ্যাবধি অনাহারে রাখুন। আপনার গৃহে দুইজন স্ত্রীহত্যা হউক তাহাও মঙ্গল—নির্দ্দোষী দুই রমণীর জীবন নষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই— কিন্তু মহারাজ! সাবধান, দুই সাধ্বীস্ত্রীর———"

দস্যুরাজ বীরবলসিংহ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল; তিনি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "আমি স্ত্রীর পরামর্শ শুনিতে ইচ্ছা করি না—আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও, পুনরায় এরূপ প্রস্তাবে বিপদ সম্ভাবনা।"

সুন্দরী। "বিপদ! আমার বিপদ! রাজপুত্রী বিনোদিনী তাহাতে ভীতা নহে। মহারাজ! এই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ড করুন্। আমি জীবিতা থাকিয়া আপনার এরূপ কদাচার দেখিতে পারিব না— এরূপ কদাচার শ্রবণেও পাপ আছে।"

বীরবলসিংহ। "কি, কদাচার! পাপীয়সি! স্থির হও। আমি তোর অনুরোধেই এত দিন শান্ত ছিলাম। কিন্তু আমি আর অনুরোধ শুনিব না, আমি অধীর হইতেছি; আমি শৈলদাও বিরাজমোহিনীকে অদ্যই এই প্রাসাদে আনাইব। ওরূপ রূপ-লাবণ্য আমি কখনই বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।"

বিনোদিনী। "মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন্, একবার বিবেচনা করুন্, আপনি প্রতিদিন কত কুকর্ম্ম করিতেছেন। আপনার দৌরাত্ম্যে কত অভাগা জননী পুত্রবিরহে দিবানিশি অশ্রুমোচ

করিতেছে, নাথ! তাহা কি আপনি একবারও ভাবেন না? সেই সকল অশ্রুজল কি বৃথা যাইবে? আপনি কি নিমিত্ত আপনার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন? পাপের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, এখনও কি শান্ত হন নাই? হতভাগী দুই রমণীর সর্ব্বনাশ না করিলে, কি তৃপ্ত হইবেন না? শৈলদাও বিরাজমোহিনী পরম পবিত্রা— তাহাদের শাপে এই দস্যুনগরী নিশ্চয়ই রসাতল যাইবে। নাথ! আপনাকে মিনতি করিতেছি, আমার অনুনয় রক্ষা করুন্।"

এই কহিতে কহিতে বিনোদিনী স্বামীর পদযুগল ধারণ করিলেন— অশ্রুবারিতে তাঁহার চরণ প্লাবিত হইল। কিন্তু দস্যুরাজ পাষাণ-হৃদয়, স্ত্রীর কাতরোক্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "রাক্ষসী— পিশাচী, তুই আমার অমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিস্" এই বলিতে বলিতে স্ত্রীর মস্তকে সজোরে পদাঘাত করিয়া ত্বরিত গমনে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কান্তার—প্রান্তে।

দিন গেল! দিন কাহার জন্য অপেক্ষা করিবে? কত দিন আসিল আবার কত দিন গেল, দিন কাহার নিমিত্ত রহিল না। প্রতিদিনই মানবের অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইতেছে; যাঁহারা সুখ-সাগরে ভাসিতে ছিলেন, তাঁহাদের সুখরবি হয়ত অস্ত গিয়াছে। তাঁহাদের এক্ষণে দুঃখে কালাতিপাত হইতেছে। যে হতভাগ্যগণ অহর্নিশি অশ্রুজল মোচন করিতেছিল, তাহাদের আজ হয়ত সুখের দিন— আনন্দাশ্রু হয়ত তাহাদের নয়ন হইতে

বিগলিত হইতেছে। পাঠক! সকলেরই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে; বিরাজমোহিনী এবং শৈলদার এক্ষণে কি রূপ অবস্থা? তাঁহাদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই— তাঁহারা এখনও সেই দুঃখিনী ও কাঙ্গালিনী। তাঁহাদের মনে আর সুখ নাই— তাঁহারা সর্ব্বদাই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের এখন আহারে ইচ্ছা নাই, চিন্তায় আলস্য নাই এবং নিদ্রায় প্রবৃত্তি নাই।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বিরাজ একাকিনী এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে উপবিষ্টা আছেন; করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি ভাবিতেছেন, তাঁহার সহচরী কামিনী এখন কোথায়? তিনি তাহাই ভাবিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার কি মনে হইল, তিনি আর চিন্তা করিলেন না। তিনি নিশ্চয় করিলেন, কামিনী মধ্যে২ যেখানে গমন করিয়া থাকেন, সেই খানেই গমন করিয়াছেন। বাস্তবিক কামিনী সেইখানেই গিয়াছেন— সেস্থান কারাগার; পুরুষগণ তথায় বন্দী থাকে। বিরাজমোহিনী একাকিনী বসিয়া আছেন; পাঠক মহাশয়! যেখানে কামিনী গমন করিয়াছেন, চলুন আমরাও সেখানে গমন করি।

ঐ যে কারাগারে কত শত পুরুষ বন্দী হইয়া আছে; এক এক কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠে এক একজন শৃঙ্খলে দৃঢ় রূপে কাষ্ঠের সহিত আবদ্ধ আছে। নিকটে কোন প্রহরী নাই। প্রতি প্রকোষ্ঠে এক একটী প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সকলের মুখ শুখাইয়া রহিয়াছে— জঠরানলে সকলেই দগ্ধ হইতেছে। তাহারা কখনই আহার পায় না— অনাহারে যে যত দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার জীবন ততদূর। প্রতি দিনই দস্যু-কারাগারে কত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে, আবার কতলোক আসিয়া সেইস্থান পূর্ণ

করিতেছে। পার্শ্বের এক প্রকোষ্ঠের সন্নিধানে কামিনী দাঁড়াইয়া আছেন। দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন? আস্তে আস্তে শিশ দিতে-ছেন। একবার শিশ দিলেন, এখনও এলোনা। আবার শিশ দিলেন, একটী লোককে দেখিতে পাইলেন। প্রথমে দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন, পরে কামিনীর কপোলদ্বয় সুপ্তোত্থিত পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইল। তিনি কহিলেন, "সিংজি?"

আগন্তুক মস্তক অবনত করিল।

"সিংজি! এই দিকে আইস" বলিয়া কামিনী সেখান হইতে গমন করিলেন; এবং সিংজিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। কামিনী মন্দিরের ভিতর দিয়া এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিংজিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কামিনী আস্তে আস্তে একবার বিরাজকে ডাকিলেন। বিরাজ-মোহিনী কামিনীর স্বর বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন, "কেও শৈল দিদি?"

শৈলদা। "এই দিকে আইস।"

বিরাজ একটী প্রদীপ লইয়া আস্তে আস্তে সেই প্রকোষ্ঠে আসিলেন এবং সিংজিকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় ভীত হইলেন। কামিনী প্রদীপ দেখিয়া কহিলেন, "প্রদীপ নিবাইয়া দাও।"

বিরাজ তাহাই করিলেন। কামিনী কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

বিরাজ। "কোথায় যাইব দিদি?"

শৈলদা। "আমি যথায় যাইব।"

সিংজি অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, শৈলদা তাহার পশ্চাতে এবং বিরাজ সকল পশ্চাতে আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। শৈলদার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বিরাজ কিছুই জানেন না—

তিনি অবাক হইয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন শৈলদা সিংজিকে কহিলেন, "সিংজি! আর প্রয়োজন নাই।"

সিংজি প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্ষণকাল উভয়েই নিস্তব্ধে গমন করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই—উভয়েরই মন ভাবে পরিপূর্ণ। শৈলদা অন্যমনা— তাঁহার মনোমধ্যে কত ভাবের উদয় হইতেছে। সহসা তাঁহার চক্ষে অশ্রু আসিল, তিনি অস্থির হইলেন, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহর অপরিস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি বিরাজের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিরাজ ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলেন— চীৎকার করিলেন, "দিদি ওকি! কাদিতেছ কেন?"

শৈলদা চুপ করিয়া রহিলেন।

বিরাজ বালিকা—ভয়ে অস্থির, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। শৈলদা আপনার হস্তমধ্যে বিরাজের হস্তবদ্ধ করিলেন এবং কহিলেন, "ভগিনি! আমার তুল্য হতভাগী কেহই নাই। আমি কাঁদিবনা ত কে কাঁদিবে? কাঁদিবার নিমিত্তই ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন। তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ? তোমাকে দেখিয়াই আমি অদ্যাবধি জীবনধারণ করিয়া আছি, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।"

বিরাজ চুপ করিলেন, কিছু ভাবিলেন, আবার কহিলেন, "শৈলদিদি! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সমস্তই আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। এত রাত্রে আমাকে লইয়া কেন এই নির্জ্জন বনে আসিলে? যে লোক আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কে?— আমরা কোথায় যাইতেছি?"

শৈলদা। "ভগ্নি! আমি কি কারণে তোমাকে লইয়া এই

কান্তার মধ্যে আসিয়াছি, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই? তুমি কি অদ্যাবধি সেই নরাধম দস্যুরাজকে চিনিতে পার নাই?”

বিরাজ। “দিদি! বীরবল সিংহের স্বভাব অতি মন্দ তাহা আমি জানি, কিন্তু তাঁহার কারাগারেইত আমরা এতদিন বাস করিলাম। কই, এতদিনত আমাদের কোন বিপদ ঘটে নাই।”

শৈলদা। “বিপদ ঘটে নাই সত্য, কিন্তু পদে পদে বিপদের আশঙ্কা ছিল। বিরাজ! দস্যুরাজের পত্নী অতি সাধ্বী রমণী—সেই সাধ্বী রমণীরত্নের প্রযত্নেই আমরা এতদিন পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। অদ্য সেই রমণী আমাকে সংবাদ দিয়াছেন—‘দস্যুরাজ অধীর হইয়াছেন। তাঁহাকে আর শান্ত রাখিতে পারি না; তোমরা ত্বরায় আত্মরক্ষায় যত্নশীল হও; নতুবা বিপদের আশঙ্কা।’ ভগিনি! এই ঘোর বিপদে পড়িয়াই আমি তোমাকে লইয়া পলায়ন করিতেছি।”

বিরাজ। “এতক্ষণে বুঝিয়াছি, অদ্য আমরা এক মহৎ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। দিদি! আমাদের সহিত যে এক সৈনিক পুরুষ আসিয়াছিল, সে কে?”

শৈলদা। “সৈনিক পুরুষ কে? যখন আমি শ্বশুরালয়ে ছিলাম, আমাদিগের গ্রামের প্রান্তভাগে এক যুবাপুরুষ এক দিন দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিল। দস্যুরা তাহাকে আহত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আমার প্রাণনাথ তাহাকে বাটীতে আনয়ন করেন ও চিকিৎসা করাইয়া তাহার প্রাণদান দেন। আহত ব্যক্তি আমাদের বাটীতে অনেক দিন ছিল, ও আমাদিগকে উত্তমরূপ চিনিয়াছিল। যখন কারারুদ্ধা হইলাম, দেখিলাম সেই যুবক পুরুষ বীরবল সিংহের প্রধান কারাধ্যক্ষ। আজ আমাদের সহিত যে সৈনিক পুরুষ আসিয়াছিল,

সেই কারাধ্যক্ষ— তাহারই নাম সিংজি। সিংজি পুর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া আমাকে মাতৃজ্ঞান করিত ও যখন যাহা বলিতাম, তাহাই শুনিত। তাহারই কল্যাণে আমরা অদ্য মুক্তি পাইয়াছি।”

বিরাজ। “দিদি! মুক্তিরত এখনও নিশ্চয় নাই। যদি বীরবল সিংহ অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করে, তাহা হইলে আমাদিগকে অক্লেশে ধৃত করিবে।”

শৈলদা। “ভগিনি! নিশ্চিন্ত হও। আর সন্দিহান হইবার আবশ্যক নাই। সৈন্যগণ সকলেই সিংজির বশীভূত—তাহারা অবশ্যই সিংজির আজ্ঞামতে কার্য্য করিবে। বীরবল সিংহ যখন তাহাদিগকে আমাদের অনুসরণার্থ পাঠাইবে, তখন তাহারা কখনও এদিকে আসিবে না—অন্য দিকে ধাবমান হইবে।”

বিরাজের মুখ প্রফুল্ল হইল— অধরে মধুর হাসি আসিল — শৈলদার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া তিনি আস্তে২ গমন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে সেই নির্জ্জন বন পার হইয়া তাঁহারা এক উপবনে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত—আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পথশ্রমে দুই জনই শ্রান্ত; নিদ্রাদেবী আসিয়া চক্ষুকে অধিকার করিয়াছেন—পা আর চলে না। এক তমালতরু-মূলে দুই জন উপবেশন করিলেন এবং মৃদু মৃদু বায়ুর হিল্লোলে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী-সঙ্গে।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; সূর্য্যদেব গগণাঙ্গণে উদয় হইয়াছেন; পক্ষিগণ আহারান্বেষণে সকলেই আপন আপন কুলায় হইতে বহির্গমন করিয়াছে; পৃথিবী জনরবে পরিপূর্ণা। পাঠক! শৈলদা ও বিরাজকে কি দেখিয়াছেন? তাঁহারা এক্ষণে কোথায়? এত বেলা হইল এখনও কি তাঁহারা সেই তরুমূলে নিদ্রিত? না, তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়াছেন, এক উপবন মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন। আহা! এমত সুন্দর উপবনত কখন দেখি নাই। স্বভাবের কি আশ্চর্য্য শোভা! পক্ষিদিগের কলরবে বন পরিপূণ এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে বন আমোদিত। শান্তিকর সমীরণের হিল্লোলে বন যেন দুলিতেছে; এত বেলা হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় যেন উপবন মধ্যে এইমাত্র প্রভাত হইল। আহা! বৃক্ষান্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করায়, উপবনের কি আশ্চর্য্য শোভাই হইয়াছে। পাঠক মহাশয়! যদি একবার উপবনটী নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে আপনার বোধ হইবে ইহা উপবন নহে, প্রকৃতি দেবীর বাসস্থান। এমন বনে প্রবেশ করিলে, কার না মন পুলকিত হয়? তবে শৈলদার হইল না কেন?

শৈলদার সুখ-রবি অনেক দিন অস্ত গিয়াছে। তিনি এক্ষণে দুঃখিনী ও অনাথিনী; এমন দিন নাই, যে দিন তাঁহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু নির্গত না হয়। এই শান্তিকর তপোবনে প্রবেশ করিলে, শৈলদার সুখের দশা মনে পড়িল——পিতা, মাতা ভ্রাতা আবার প্রাণাধিক প্রাণনাথ সকলেই মনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; চক্ষু হইতে

অনর্গল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল—বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ ফিরিয়া চাহিলেন, নিরীক্ষণ করিয়া কি দেখিলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন—মুখ প্রফুল্ল হইল, বদনে হাসি আসিল। কি দেখিয়া তাঁহার লোচন প্রফুল্ল হইল? কাহাকে দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল? বুঝিয়াছি, বিরাজকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, বিরাজকে দেখিয়াই তাঁহার হাসি আসিল। বিরাজ কি করিতেছেন? বিরাজের বদন প্রফুল্ল, চক্ষু হাসি হাসি, বিরাজ কিছু দূরে আস্তে আস্তে আসিতেছেন, অপরিস্ফুটস্বরে যেন কি গাইতেছেন,

এ কারাবাসিনী, চির অনাথিনী,
সতত দুখিনী—রে।

শৈলদা হাসি রাখিতে পারিলেন না, বিরাজকে ডাকিলেন। বিরাজ শুনিতে পাইলেন না, গাইতে লাগিলেন—

বিধাতা বিমুখ, নাহি কোন সুখ,
জ্বর জ্বর তনু-রে।
কাহে এ দুরাশা, পীযূস-পিয়াসা,
শোষিল পরাণি-রে।
হা বিধি নিঠুরে, সে মুখ চাঁদেরে
দেখায়ে ঢাকিলি-রে।

শৈলদা বিরাজকে পুনর্ব্বার ডাকিলেন, বিরাজ গানে মত্ত, শুনিতে পাইলেন না, পূর্ব্ববৎ গাইতে লাগিলেন—

তেঁহার লাগিয়ে, নিদ্ তিয়াগিয়ে,
সতত ফিরছি-রে।
সো জন বিহনে, অধিনী কেমনে,
লভিবে বিরাম-রে।

কাহে তু এহিয়া, ফিরিব বহিয়া,
সঁপিব পাথারে-রে।

শৈলদা আর থাকিতে পারিলেন না, বিরাজের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া কহিলেন, "বিরাজ, এ কি! তুমি বালিকা—এখনই এত অনুরাগের বশীভূতা হইলে? হায়, প্রণয়ের এত প্রভাব! ভগিনি! তুমি যে উন্মাদিনী হইতেছ, শান্ত হও; আমাকে আর দুঃখ দিও না, তোমাকে দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইতেছি।"

বিরাজের মন আকর্ষিত হইল, ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না—না, আমি কি করিতেছিলাম?"

শৈলদা। "তুমি কি করিতেছিলে? সে কথায় আর কাজ নাই। ভগিনি! শান্ত হও, ঐ দেখ সম্মুখে এক দীর্ঘিকা; উহার পার্শ্বে দুইটী কুটীর দেখিতেছ? আমাদিগকে ঐ স্থলে যাইতে হইবে, এখন ধৈর্য্যাবলম্বন কর।"

বিরাজমোহিনী সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন এক অপরূপ দীর্ঘিকা। সুপরিস্ফুট কমলে দীর্ঘিকাটী শোভিত; জলচর পক্ষীসকল তথা আনন্দ-ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের কলরবে সরোবর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দীর্ঘিকার পূর্ব্বপার্শ্বে একটী অবতরণ স্থান, চন্দন শোভিত পুষ্প সকল তাহার চতুর্দ্দিকে ভাসিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় কোন তপোধন এই স্থানে আসিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘিকাটীর নাম বিমল সরোবর। এই দীর্ঘিকার নিমিত্ত পার্শ্বস্থ উপবনটীও বিমল সরোবর নামে খ্যাত। পাঠক মহাশয়! বিমল সরোবর নামটী কি স্মরণ হয়? নরেন্দ্রনাথ শরৎসুন্দরের অঙ্গবস্ত্র মধ্যে যে পত্রখানি প্রাপ্ত হন, তাহার মধ্যে বোধ হয় বিমল সরোবর কথাটীর উল্লেখ আছে।

পাঠক! ইহা সেই বিমল সরোবর। বিমল সরোবর অতি ভয়ানক স্থান, এখানে মনুষ্যের সাক্ষাৎ অতি দুর্লভ। মনুষ্যের আবাস-স্থান কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবল মাত্র দীর্ঘিকার পশ্চিম পার্শ্বে দুইটী পর্ণশালা অবস্থিতি করিতেছে। কুটীরের সম্মুখে ঈষৎ বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি— বৃক্ষে আচ্ছাদিত, নিম্নে সুশীতল শীলাখণ্ড সকল বিস্তৃত রহিয়াছে। শৈলদা ও বিরাজ সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক শীলাখণ্ডে আসীন এক মহাকায় বৃদ্ধ পুরুষ জপে নিমগ্ন রহিয়া-ছেন। তাঁহার জটাভার ধুলিস্পর্শ করিতেছে, এবং শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছে। গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও হস্তে জপমালা। শৈলদা ও বিরাজ প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে প্রণত হইলেন। বিরাজের অঙ্গ ভয়ে সিহরিয়া উঠিল, মন ভক্তি-ভাবে আর্দ্র হইল। এরূপ পুরুষ তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে আরও ভীত হইলেন, দেখিলেন, এক অপরূপ সন্ন্যাসী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশ্বাস—বাক্যে।

সন্ন্যাসী এক শিলাখণ্ডের উপর জপে নিমগ্ন, সম্মুখে শৈলদাও বিরাজ দাঁড়াইয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন সম্মুখে দুইটী স্ত্রীলোক, কিছু বিস্মিত হইলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন “বৎসে, শৈলদে! অদ্য অস-ময়ে এখানে কেন?”

শৈলদা। “পিতঃ! আমরা দেবকগড় হইতে পলায়ন করিয়াছি, পাপিষ্ঠ দস্যুরাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আমরা আপনার স্মরণ লইতে আসিয়াছি।”

সন্ন্যাসী। “বৎসে! আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। যাহা হউক, তোমরা যে দস্যুনগরী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ওরূপ পাপাত্মার নিকটে পদে পদে বিপদ আশঙ্কা।”

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। শৈলদা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিল। কিছুই বলিলেন না—মৌনভাবেই রহিলেন।

সন্ন্যাসী শৈলদার এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, “বৎসে! তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছ।”

শৈলদা। “পিতঃ! আমার অদ্যাবধি সে দুরাশা যায় নাই, আপনি কি তাঁহার কোন সংবাদ পান নাই?”

সন্ন্যাসী। “না, তাহার সন্ধান পাইবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি কিন্তু সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। আমি পুনরায় আমার শিষ্যকে তাহারই উদ্দেশে পাঠাইয়াছি; কিন্তু বসন্তকুমার এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই।”

শৈলদা। “প্রভো! তবে বোধ হয়, এ জনমের মত আমার সুখের দশা ফুরাইয়াছে। আর আমার জীবনে ফল কি? পিতঃ! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনার সমক্ষেই আত্মা বিসর্জ্জন করি। আমার বিরাজ—বিরাজমোহিনীকে আপনি দেখিবেন, আমি উহার জন্যই——”

আর বাক্য নিঃসৃত হইল না, চক্ষে অঞ্চল দিয়া শৈলদা কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ মুগ্ধ হইল, তিনি কহিলেন, "বৎসে! অস্থির হইও না—অস্থির হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয়না। এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান কর, বিধাতা যদি সুপ্রসন্ন হন, তাহা হইলে তাহার সহিত আবার তোমার পুনর্ম্মিলন হইবে। আর বিরাজ—তোমার বিরাজমোহিনী মাতৃ-হীনা, তুমি যদি প্রাণত্যাগ কর তাহা হইলে বিরাজও তাহাই করিবে। বিরাজ তোমা ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহাকেও জানে না, তুমিই উহাকে লালন পালন করিয়াছ। অতএব, বৎসে! আমার পরামর্শ লও, শরীরের প্রতি যত্ন কর ও যাহাতে বৎসের অনু-সন্ধান করিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর।"

সন্ন্যাসীর আশ্বাসে শৈলদা আশ্বাসিত হইলেন ও কিছু শান্তি লাভ করিলেন। একখণ্ড শিলাতলের একপার্শ্বে বিরাজের সহিত তিনি উপবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসীও পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিলেন।

পাঠক মহাশয়! এক্ষনে সন্ন্যাসীর বিষয় জানিতে আপনার কিছু কৌতুহল জন্মিতে পারে। ইনি অতি তেজস্বী, বিমল সরোবরে ইনি বহুকালাবধি বাস করিতেছেন। তপস্যাই ইঁহার নিত্যব্রত। চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত লোকই প্রায় এই সন্ন্যাসীর বিষয় অবগত আছেন। ইনি কখন কখন পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলে পরিভ্রমণ করিতে যান। যখন যে স্থানে উপনীত হন, তখন সেইস্থানেই বিশেষ সমাদরে পুজিত হন। ইনি একবার দেবকগড় পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে বীরবল সিংহের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। বীরবল সিংহ তেজস্বী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক, অতি সাদরে উঁহাকে আপন ভবনে লইয়া

যান। সেই দিন বীরবল সিংহের সহিত সন্ন্যাসীর প্রথম আলাপ। সেই অবধি সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে দেবরুগড়ে যাতায়াত করেন।

একবার সন্ন্যাসী দেবরুগড়ে ভ্রমণ করিতে করিতে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে অতি মলিন অবস্থায় দেখিয়া সন্ন্যাসীর মনে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক দুইটী একটা অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল; সন্ন্যাসীও তদভিমুখে গমন করিলেন; দ্বারে প্রহরী ছিল, কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কিছু বলিল না, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোক দুইটী একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে প্রবিষ্ট হইল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তিনি কারাগারে আসিয়াছেন ও স্ত্রীলোক দুইটী কারাবাসিনী। পাঠক! স্ত্রীলোক দুইটী কে চিনিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা শৈলদা ও বিরাজমোহিনী।

সন্ন্যাসী কারাগারে উপনীত হইলেন, শৈলদা পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার নিকটে আসিলেন। সন্ন্যাসী তাহার মুখ হইতে তাহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তাহাদের উপর সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক একটু স্নেহ হইল, তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই দিন তিনি আপন তপোবনে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু সেই অবধি মধ্যে মধ্যে কারাগারে আসিয়া তিনি শৈলদার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শৈলদাও এক এক দিন সিংজির সহিত তপোবনে গমন করিতেন, আবার তাহারই সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তিনি সন্ন্যাসীকে এত ভক্তি করিতেন, যে কোন কার্য্যই তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না। তিনি সিংজিকে মধ্যে মধ্যে তপোবনে পাঠাইতেন এবং তপোবনের সংবাদ লইতেন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন সত্য,

কিন্তু কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। যাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন, তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই হইবে।

তিনি এক্ষণে কোথায়? তাঁহার এখনও জপঃ সমাপ্ত হয় নাই, তিনি এখনও জপে নিমগ্ন। আর শৈলদা ও বিরাজ? শৈলদাত ঐ শিলাতলে বসিয়া আছেন, কি ভাবিতেছেন। কিন্তু বিরাজত এখানে নাই। তবে বিরাজ কোথায় গেলেন? পাঠক! চলুন, যেখানে বিরাজ আছেন সেইখানেই যাই।

ঐ যে বিরাজ প্রাঙ্গন পার্শ্বস্থ উপবনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; কি করিতেছেন? ওকি! বিরাজ যে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, পুষ্প লইয়া কি করিবেন? তিনিই জানেন, কি করিবেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল, অধরে মধুর হাসি—দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন সুসংবাদ পাইয়াছেন। বিরাজের মন অত্যন্ত পুলকিত—কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছি, এক্ষণে শীঘ্রই প্রাণনাথের সহিত সম্মিলন হইবে ভাবিয়া তাঁহার মন পুলকিত। তিনি তন্ময়চিত্ত হইয়াছেন। পুষ্পচয়ন করিয়া এক শিলাতলে উপবেশন করিলেন এবং মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। এক ছড়া, দুই ছড়া, তিন ছড়া করিয়া অনেক ছড়া মালা গাঁথা হইল। তিনি এক্ষণে বেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন। এক একটী করিয়া সেই মালা গুলিন পরিলেন এবং সরোবরের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন; সরোবরে আপন প্রতিমা দর্শন করিলেন; মুহূর্ত্তের নিমিত্তে চক্ষে জ্যোতিঃ আসিল; কিন্তু পরক্ষণেই মুখ শুকাইয়া গেল। চক্ষে দুই একবিন্দু অশ্রু আসিল, মালা গুলিন খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন, অপরিস্ফুট স্বরে কহিলেন, "কই প্রাণনাথত এখানে নাই; কাহার নিমিত্ত বেশ বিন্যাস করিতেছিলাম? কি লজ্জার বিষয়! আমি কি

উন্মাদিনী হইলাম? যদি সন্ন্যাসী কি দিদি টের পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি মনে করিবেন? কন্দর্প! ধন্য তব অস্ত্রশিক্ষা!”

বিরাজ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে প্রাঙ্গণাভিমুখে গমন করিলেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শৈলদা পুত্তলিকার ন্যায় হস্তে মস্তক রাখিয়া বসিয়া আছেন, অশ্রুবারিতে মুখ ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রাণনাথের বিষয় আন্দোলন করিতেছেন; এক একবার তাঁহার উপর রাগ করিতেছেন, আবার তাঁহার উপর অভিমান করিতেছেন—আবার ভাবিতেছেন, কেনই বা আসিলেন না? তবে কি তিনি পত্র পান নাই? না— পত্র যে সিংজি তাহার বিশ্বস্ত লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছে, পত্র অবশ্যই পাঁইয়াছেন। পথ জানেন না বলিয়াই কি তবে বিমল সরোবরে আসিতে পারিতেছেন না? বসন্তকুমারত তাঁহারই উদ্দেশে সর্ব্বদা উপবন মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইলে তাহার সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ হইত। তবে তাঁহার কোন অত্যাহিতই বা ঘটিয়াছে? তা না হইলে সে রূপ প্রণয় একবারে বিস্মরণ হইবার সম্ভাবনা কি? শৈলদার শরীর লোমাঞ্চিত হইল, তাঁহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না—হস্তে মস্তক রাখিয়া চিত্রিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুবারি অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি জ্ঞানশূন্য—চাহিয়া রহিয়াছেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না—বিরাজ যে তাঁহার নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। বিরাজ অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন; শৈলদা সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিলেন, “ভগ্নি! আমি কি কাঁদিতেছিলাম?”

বিরাজ বালিকা— নিস্তব্ধভাবে শৈলদার মুখ পানে চাহিয়া

রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলদাকে কিছু সুস্থ দেখিয়া বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! এ ত তপোবন এখানে আমাদের থাকা হইবেনা—তবে আমরা কোথায় যাইব ?"

শৈলদা। "যেখানে ইচ্ছা। বৎসে! পৃথিবীতে আমাদের কোথা ও আশ্রয় স্থান নাই—সকল স্থানই আমাদিগের সমান। তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছাকর ?"

বিরাজ। "আমার মতে পঞ্চকোটেই গমন করা কর্ত্তব্য। সেখানে পথিকের সাক্ষাৎ পাইলে আমাদের কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। পথিক কহিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতার উদ্দেশে সেই স্থানে গমন করিবেন।"

শৈলদা। "ভগিনি! আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি। কল্যই পঞ্চকোটাভিমুখে গমন করিব। পথিকই আমাদের এখন এক মাত্র বন্ধু। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে আমরা আশ্রয় পাইব—তিনিই আমার প্রাণনাথের অনুসন্ধান করিয়া দিবেন।"

বিরাজের মুখ প্রফুল্ল হইল, নয়ন হাসিতে লাগিল—শৈল দিদির কথাটী মনের মত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তরুতলে।

পাঠক! এপর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথের কিছু বিশেষ বিবরণ বলিতে অবকাশ পাই নাই। নরেন্দ্রনাথ কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথাই বা যাইতেছেন, সে বিষয় আপনারা বিশেষ অবগত নহেন। হুগলি জেলার অন্তঃবর্ত্তী শ্রীসানপুর গ্রামে নরেন্দ্রনাথের আবাস।

নরেন্দ্রনাথের পিতার নাম রাজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা। তিনি একজন সমৃদ্ধিশালী লোক; তাঁহার একটী মাত্র পুত্র—নরেন্দ্রনাথ ও একটী মাত্র কন্যা। কন্যাটীর যখন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন বিক্রমপুরে তাহার বিবাহ হয়। বিক্রমপুর শ্রীমানপুর হইতে অল্প দূর নহে। পথে দস্যুভয়, গতায়াত অতি সঙ্কট। এইজন্য বিবাহের পর অবধিই তিনি শ্বশুরালয়ে ছিলেন; কখনও পিত্রালয়ে আসেন নাই। রাজেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে বিক্রমপুরে লোক পাঠাইতেন এবং কন্যা ও জামাতার সংবাদ লইতেন। তিনি অতি বিদ্যানুরাগী লোক, তাঁহার যত্নে নরেন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই বিলক্ষণ বিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

চারি বৎসর পূর্ব্বে, যখন নরেন্দ্রনাথের বয়স ষোল বৎসর তখন রাজেন্দ্রনাথ এক দিন রাত্রে হটাৎ বাটী হইতে পলায়ন করেন। কেন পলায়ন করিলেন বা কোথায় পলায়ন করিলেন তাহা কেহই জানিত না। নরেন্দ্রনাথ পিতার অনুসন্ধান জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে লোক পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার তত্ত্ব পান নাই। দুই বৎসর অতীত হইল, এখন ও পিতার সন্ধান পাইলাম না ভাবিয়া, তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। মাতাকে প্রবোধ দানে শান্ত করিয়া, পিতার অন্বেষণে তিনি বাহির হইলেন। পিতার অনুসন্ধানে বহুস্থান পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বৃথা। তিনি এক্ষণে হতাশ হইলেন, পা আর চলেনা। তিনি সংকল্প করিয়াছেন; পঞ্চকোট পাহাড়ের পার্শ্বস্থ গ্রাম সকল এক বার তন্ন ২ করিয়া অনুসন্ধান করিবেন; পিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মঙ্গল, নতুবা দেবরুগড়ের কারাগার হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ; তিনি ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। পা আর উঠে না; তথাচ চলিবার ইচ্ছা বলবতী। আহা! উনি আর কি করিবেন, অদ্য দুই বৎসর কাল অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন; মুখম্লান,

কি ভাবিতেছেন। একবার জননীর বিষয় ভাবিতেছেন; জননী বৃদ্ধা, তাঁহার একমাত্র পুত্র কোথায় তিনি জানেন না, হয়ত তিনি দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছেন। পিতা গৃহে নাই, একমাত্র ভগিনী নিকটে নাই, তিনি জীবিত আছেন কি না, তাহার ও নিশ্চয় নাই। তবে কি পিতার অন্বেষণে যাইয়া জননীকে হারাইলাম? তাহা হইলেই বা কিহইল? ঘরেই বা নিশ্চিন্তভাবে কেমন করিয়া বসিয়া থাকি? আমার উভয় সঙ্কট—আমার প্রাণত্যাগই শ্রেয়ঃ। পথিক এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইলেন, তাঁহার লোচন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। বেলা প্রায় দুই প্রহর, মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, নরেন্দ্রনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছেন। সঙ্গে কেহই নাই যে তাঁহাকে আশ্বাস দেয়। আবার তাঁহার পিতার কথা মনে পড়িল, পিতা কি জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন? আমিত তাঁহার কোন অপরাধ করি নাই। তাঁহাকে কি কেহ বিনষ্ট করিয়াছে? না, তিনি সর্ব্বজন প্রিয়, তাঁহার কে অনিষ্ঠ করিবে? পিতার যদি অনুসন্ধান না পাই তবেকি হইবে? কি বলিয়াই বা মাতার নিকট গিয়া দাঁড়াইব? কি বলিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব? বিধাতঃ! আমাকে আর কষ্ট দিওনা, আমি যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছি। আমি জানি—তুমি আমাকে দুঃখ দিবার নিমিত্তই সৃজন করিয়াছ। বিধাতঃ! নির্দয়! আবার কেন? এখন মৃত্যু হইলেই হয়। এই বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ অস্থির হইলেন। আর চলিতে পারিলেন না, বৃক্ষহীন সেই পথেই উপবেশন করিলেন। কতক্ষণ নিস্তব্ধ-ভাবে রহিলেন, আবার উঠিলেন আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। আবার শরৎসুন্দর মনোমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, পথিক শরৎ দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উঃ কি ভয়ানক! দস্যুরা আমাকেও বিনষ্ট করিবার উদ্যোগকরিয়া-

ছিল। তবে কে আমারে প্রাণদান করিল? এক অপরিচিতা কামিনী। আহা! সে প্রকার কামিনী কখন দেখি নাই; বোধ হয় যেন মুর্ত্তিমতী দয়ার প্রতিমা। আমর প্রতি কত যত্ন—কত স্নেহ! তিনি কারাবাসিনী——আবার তাঁহার সহচরী স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ-মোহিনী, তিনি কোথায়? তিনিও কারাবাসিনী? আহা! বিধাতা কি কখন আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন? আমি কি পিতার অন্বেষণ করিয়া আবার কখনও দেবকগড়ে যাইব? আবার যাইয়া কি কামিনী ও বিরাজের সাক্ষাৎ পাইব? তাহাদিগকে কি কখন আমি গৃহে লইয়া যাইতে পারিব? বিরাজ আবার আমার অঙ্কলক্ষ্মী হই-বেন? মন! কি ভাবিতেছ? এসকল আশা দুরাশা।

নরেন্দ্রনাথ এই প্রকার ভাবিতেছেন। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, তিনি আর চলিতে পারিলেনা, পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। বেলা প্রায় অবসান—পথে লোকের গতায়াত দৃষ্ট হই-তেছেনা। নরেন্দ্রনাথ বৃক্ষমূলে বসিয়া শান্তিলাভ করিলেন। ক্রমে শয়নের ইচ্ছা হইল, বৃক্ষমূলেই তিনি শয়ন করিলেন। মৃদু মৃদু শান্তি করসমীরণহিল্লোলে তিনি গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত—নরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত। রাত্রি আসিল—নরেন্দ্র নাথ এখনও নিদ্রা যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। এই প্রকারে সমস্ত রাত্রি গেল, নরেন্দ্রনাথ পথশ্রমে কাতর—গাঢ় নিদ্রায় শ্রান্তিদুর করিতে লাগিলেন। প্রদোষকালে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমি কি নিদ্রা যাইতে ছিলাম?"

"সত্যইত?"

"কোথায় নিদ্রা যাইতেছিলাম?"

"তরুতলে।"

উপবনে প্রস্ফুটিত পুষ্প-সৌরভে দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে। মৃদু মৃদু সমীরণ বহিতেছে, সে সমীরণ শান্তিকর ও সুখপ্রদ। যেখানে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই খানেই অপূর্ব্ব শোভা। দেখিলেই বোধ হয়, অট্টালিকা যেন হাসিতেছে। সর্ব্বদাই উৎসব, কোথায়ও বা নৃত্য হইতেছে, কোথায়ও বা গীত হইতেছে। কোথায়ও বা সুকুমার বালকগণ ক্রীড়া করিতেছে, কোথায়ও বা সুকুমারী বালিকাগণ পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিতেছে। পাঠক! এ অট্টালিকাটী কাহার? ইহা রাজা প্রতাপসিংহের প্রাসাদ।

বেলা অবসান হইয়াছে; সূর্য্যদেব অস্তগিরির নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, রৌদ্রের আর তেজ নাই। ধরাধাম শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। বিহঙ্গমগণ গান করিতে করিতে আপন কুলায় অন্বেষণ করিতেছে। কমলিনী পতিবিরহভয়ে অধীরা হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিতেছেন। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে। রাজা প্রতাপসিংহ বন্ধুপরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন। গন্ধবহ সমীরণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে। সম্মুখে প্রবাহিনী বেলা অবসানে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। রাজা তাহাই অনিমিষলোচনে দেখিতেছেন। গঙ্গাদেবীর শান্তমূর্ত্তি দর্শনে রাজার মন পুলকিত হইল, তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, আর দেবীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, গঙ্গাবক্ষে কি একটী ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র তরণী আসিতেছে। রাজা কুতুহল-পরবশ হইয়া অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। তরণী খানি ক্রমে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতর হইতে একটী লোক বাহির হইয়া আসিলেন এবং কহিলেন, "মাজি! নৌকা ছাড়িয়া দাও।"

মাজি গান গাইতে গাইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিল, এবং কতক্ষণ পরে ক্রমে অদৃশ্য হইল।

আর তরণী হইতে যিনি উঠিলেন, তিনি কোথায়? তিনি মহারাজ প্রতাপসিংহের প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি ক্রমে প্রাসাদ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সিংহদ্বার দিয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া যে স্থলে বসিয়া আছেন, এক্ষণে তিনি সেই স্থলে উপস্থিত। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। তিনি এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কলেবর অতি শীর্ণ এবং মলিন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি বহুকালাবধি কষ্টভোগ করিতেছেন। চক্ষু দুইটী যেন কাঁদিতেছে। মুখ শুষ্ক, স্বভাবতঃ উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেরই মনে দয়ার সঞ্চার হইল; সকলেই মনে করিলেন, তিনি মহারাজের নিকট কোন বিশেষ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। তিনি যে চিন্তাজ্বরে কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে একবার দেখিলেই তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। ব্রাহ্মণ সভাকুট্টিমে প্রবেশ করিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছুই না বলিয়া তিনি মহারাজের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি মৃদুস্বরে তাঁহাকে কি বলিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা পার্শ্বস্থ কেহই শুনিতে পাইলেন না। তিনি মহারাজের একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কতক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। তাঁহার মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল এবং তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি ক্রোধভরে অধীর হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

তিনি কহিলেন, "উঃ কি অত্যাচার ! এমন কুত্রাপি কখনই দেখা যায় না। পাপিষ্ঠ, অধম ! তুই না কি রাজপুত ? তুই রাজপুত গোত্রের কুলাঙ্গার ! তুই রাজপুত কুলের ধূমকেতু ! তোর আচরণে আমাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হইতেছে। রাজপুতের কি এই ব্যবহার ? এমত রাজপুতের হিংসা করিলে পাপ নাই। আমরা রাজা, আমাদিগের পরোপকার করাই ব্রত, যদি এপ্রকার আশ্রয়বিহীন ব্রাহ্মণের উপকার করিতে না পারিলাম, তবে রাজ্যে প্রয়োজন কি ? এই সুতীক্ষ্ণ উলঙ্গতরবারি কি তবে হস্তের শোভাসম্পাদন নিমিত্ত ?"

এই বলিতে বলিতে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অসি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, "মহাশয় ! যত দিন আমি এই অসি গ্রহণ করিতে পারিব, ততদিন আপনার উপকার করিতে বিরত হইব না।"

এই বলিয়া মহারাজ উপবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণের বদন ঈষৎ প্রফুল্ল হইল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ ! গুরুদেব আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন্, আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করিব, অদ্য বিদায় হই।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অপসৃত হইলেন। রাজা প্রতাপসিংহ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া, লেখনী ও মস্যাধার আনিবার অনুমতি করিলেন।

এক জন ভৃত্য লেখনী ও মস্যাধার আনিয়াদিল। রাজা স্বয়ং একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রখানি লেখা হইলে তিনি আদ্যোপান্ত মনে মনে একবার পাঠ করিলেন এবং শিরোনাম লিখিয়া কহিলেন, "বেশ হইয়াছে, আর অধিক কিছু লিখি-

ম্বার প্রয়োজন নাই; তুমি এক জন দূতকে আহ্বান কর।”

ভৃত্য আজ্ঞামাত্র বহির্গমন করিল, এবং ত্বরায় এক জন দূত সমভিব্যাহারে পুনরায় প্রবেশ করিল।

মহারাজ দূতের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিয়া কহিলেন, “দূত! কল্য প্রত্যূষে দেবক্ষগড় গমন করিয়া দস্যুরাজ বীরবলসিংহের হস্তে এই পত্রখানি অর্পণ করিও, অধিক বিলম্ব না হয়, ত্বরায় প্রত্যাগমন করিও।”

দূত ‘যে আজ্ঞা মহারাজ!’ বলিয়া প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু-শিবিরে।

পাঠক! চলুন, আমরা একবার দেবক্ষগড়ে যাই—দেখিগে, দস্যুরাজ বীরবলসিংহ তথায় কি করিতেছেন। দস্যুরাজ সভা-মণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, সভামণ্ডপ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। সমগ্র সৈন্যগণ চারি দিকে বেড়াইতেছে, তাহাদের মুখ দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহারা কোন চিন্তায় মগ্ন। রাজা অমাত্য ও বন্ধুপরি-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারও মুখ মলিন, ঈষৎ বিকৃত। সম্মুখে করযোড়ে এক মহাকায় পুরুষ দণ্ডায়মান আছে; দস্যুরাজ অনিমিষলোচনে তাহাকেই দেখিতেছেন। রাজসভা নিস্তব্ধ, কাহা-রও মুখে বাক্য নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে দস্যুরাজ গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সিংজি! খপর কি?”

সিংজি করযোড়ে বিনীতভাবে কহিতে লাগিল, “মহারাজ! আপনার আজ্ঞায় তাহাদিগের অন্বেষণে আমি অনেক সৈন্য পাঠা

ইয়াছিলাম। সৈন্যগণ অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল ও অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের পরিশ্রম বৃথা, তাহারা সকলেই চারিদিক হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, কেহই কোন সন্ধান পায় নাই।”

দস্যুরাজ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, “সিংজি! আপন কার্য্যে গমন কর, আর তাহাদের অন্বেষণে প্রয়োজন নাই। তোমাদের কোন দোষ নাই এ কার্য্য আমার দোষেই ঘটিয়াছে। তাহারা কারাবাসিনী, কি জন্য তাহাদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধ না করিলাম? কি জন্য তাহাদিগকে যথেচ্ছা যাইবার অনুমতি দিয়াছিলাম? কেন তাহাদের নিকট প্রহরী থাকিত না? কারাবাসীরা সুবিধা পাইলে কেন না পলায়ন করিবে? আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহারা স্ত্রীলোক—রমণী—কোথাও পলায়ন করিতে পারিবে না। আমি নির্বোধ। সত্য তাহারা রমণী—কোমলস্বভাবা রমণী কিন্তু অসামান্যচতুরা। বিরাজমোহিনী বালিকা। কিন্তু সেই জ্যেষ্ঠা রমণী, সেই চতুরা—তাহার পরামর্শেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে।”

দস্যুরাজ নিস্তব্ধ হইলেন, মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন; তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল। তিনি ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, বোধ হইল যেন চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিয়াছে। কিন্তু তাহা তিনি সম্বরণ করিলেন, কেহই জানিতে পারিল না।

দস্যুরাজ অধোবদনে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠক! এ লোকটী আপনাদিগের পরিচিত; ইনি মহারাজ প্রতাপসিংহের প্রেরিত দূত। দূত, দস্যুরাজের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিয়া, করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,—

দস্যুরাজ!

আপনি নাকি রাজপুত? আপনি রাজপুত নহেন, রাজপুত কুলের কলঙ্ক! রাজপুতেরা কখনই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন না। আপনি দস্যু—নরঘাতী পিশাচ—নরহত্যাই আপনার উপ-জীবিকা। আপনাকে উপদেশ দিতেছি, আপনি এখনও সৎপথে আসুন। দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করুন্, যাহারা কারাগারে বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে উন্মোচন করুন্ এবং লোক সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করুন্। আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন মঙ্গল, নতুবা ত্বরায় স্বসৈন্য সমরসজ্জায় সজ্জিত হউন।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ।

দস্যুরাজ পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্রোধভরে কাঁপিতে লাগিলেন, পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "কি তেজ! একপ সাহসত কখনও দেখি নাই। মূঢ়! মৃত্যুর বাসনা কি জন্য হইল? মৃত্যুকে ডাকিতে হয় না, আপনা হইতেই আইসে। 'রাজপুতকুলের কলঙ্ক' উঃ আর সহ্য হয় না, তুই কোথায়? তোর রুধির পান না করিলে এতৃষ্ণা শান্ত হইবে না। আবার 'নরহত্যা,' অধম! নরহত্যা করিয়াছি কিন্তু এখনও শান্ত হই নাই; যে দিন এই অসি তোর রুধিরে প্লাবিত হইবে, সেই দিন জানিব নরহত্যা কাহাকে বলে। 'কারাবাসীদি-গকে মুক্ত' করিব? পাপিন্! অগ্রে তোরে পৃথিবী-কারাবাস হইতে মুক্ত করি, তৎপরে তাহাদিগকে মুক্ত করিব। উঃ আমি যে অস্থির হইতেছি, আর বেগ ধারণ করিতে পারি না, মূঢ়! নিকটে

আয়, কত তেজ বুঝিব। কি বলিলি, তোর 'উপদেশমতে কার্য্য' করিব? দুরাশয়! বীরবলসিংহের প্রাণ অপেক্ষা মান আদরনীয়; যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন কাহারও বশীভূত হইব না, কাহারও উপদেশ মত কার্য্য করিব না।"

এই বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন, দেখিলেন সম্মুখে দূত দণ্ডায়মান; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আবার কহিলেন, "দূত! ত্বরায় প্রতিগমন কর; তোমার রাজাকে কহিও যে রাজপুত রাজা বীরবলসিংহ সমরভয়ে ভীত নহেন। প্রাণ অপেক্ষা তাহার মান অধিক আদরনীয়। তিনি কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিবেন না—তিনি অধম প্রতাপসিংহের উপদেশ শুনিবেন না। প্রতাপসিংহের ক্ষমতা থাকে থাকুক, বীরবলসিংহ তাহাতে ভীত নহেন। দূত! তোমার রাজাকে কহিও, তিনি যদি পর দুঃখে এত কাতর তবে পরের জন্য প্রাণদানে যেন ভীত না হয়েন। আমার ইচ্ছা, তিনি সসৈন্য দেবরুগড়ে আগমন করুন ও প্রাণপণে পরের উপকার করিতে চেষ্টা করুন্। কিন্তু তাঁহাকে কহিও যে দেবরুগড়ের অধীশ্বর রাজা বীরবলসিংহ। বরিবলসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহাকে আর গমন করিতে হইবে না। প্রাণপণে পরের উপকার করিতে আসিয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিতে হইবে।"

দস্যুরাজ নিরস্ত হইলেন এবং দূতও বিনীতভাবে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সিংহে সিংহে।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, সূর্য্যদেব এখনও নিদ্রিত, তাঁহার গাত্রোত্থানে এখনও অনেক বিলম্ব। রাত্রিঞ্চর পক্ষীদিগের কলরব এখনও নিস্তব্ধ হয় নাই; কমলিনী এখনও বিরহ যাতনায় অস্থির। সুধাকর সুধাদানে নিরস্ত হন নাই, প্রণয়ী যুবক যুবতীর পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের সুখের নিশা এখনও অবসান হয় নাই। পেচক প্রফুল্ল মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, নিশা অবসানে এখনও বিলম্ব। দেবরুগড়-পার্শ্বস্থ উপবন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; এই উপবন স্বভাবতই পরম রমণীয়, এই উপবনে গমন করিলে শোকার্ত্ত মনুষ্যের মনও পুলকিত হয়। পাঠক! আপনার কি স্মরণ নাই? এই উপবনেই শৈলদার সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শৈলদা তথায় কি জন্য গিয়াছিলেন? তিনি চিন্তাজ্বরে সর্ব্বদাই অস্থির, তাঁহার মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন। তিনি শান্তি পাইবেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে এই উপবনে গমন করিতেন এবং সেই দিনও গমন করিয়াছিলেন। দিনকরের প্রচণ্ড রশ্মিতে যে উপবন শান্তিকর, চন্দ্রালোকে তাহা যে রমণীয় হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

এ সময় উপবনে মনুষ্যের সাক্ষাৎ অতি দুর্লভ। দস্যুগণও এ সময়ে উপবন পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব ভবনে অবস্থিতি করে। তবে অদ্য উপবনমধ্যে কি জন্য মনুষ্যের স্বর শুনা যাইতেছে? উপবন আর কেন সেই প্রকার নিস্তব্ধ নাই? এ সময় ত উপবনমধ্যে কাহারও আগমন সম্ভব নয়! হইয়াছে, এই যে চন্দ্রালোকে এক জন মনুষ্য দেখা যাইতেছে। ও কে? ও যে যোদ্ধার

বেশ! এক জন সৈনিক পুরুষ উপবন মধ্য দিয়া যাইতেছে। না, উহার পশ্চাদ্ভাগে আরও লোক আসিতেছে। এই যে সকলকেই দেখা যাইতেছে, সকলেই সৈনিক পুরুষ, সকলেই রণবেশে বিভূষিত। সৈন্যগণ উপবন পার হইয়া চলিল এবং দেবরুগড় গিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যদেব উদয়গিরি অবলম্বন করিয়াছেন। সকল পদার্থের উপরেই রশ্মি পতিত হইয়াছে, সকল পদার্থই যেন হাসিতেছে। সৈন্যগণ এখন কোথায়? তাহারা দেবরুগড় বেষ্টন করিয়াছে। সৈন্যগণ দেবরুগড় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যথার্থ, কিন্তু তাহারা কাহারও অনিষ্ট করিতেছে না। তাহারা কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে, তিনি আসিতেছেন না। তাহারা সকলেই উদ্বিগ্ন হইল, তাহাদের মুখ মলিন হইয়াছে, তাহাদের চক্ষের আর সেই প্রকার জ্যোতিঃ নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের মুখ প্রফুল্ল হইল। তাহারা সকলেই কি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, যাহা নিরীক্ষণ করিল, তাহাতে তাহাদের চক্ষের জ্যোতিঃ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। তাহারা নিরীক্ষণ করিল, এক জন বীর পুরুষ অশ্বারোহণে তাহাদের নিকটে আসিতেছেন। অশ্বারোহী নিকটে আগমন করিলে, চতুঃপার্শ্বস্থ সৈন্যগণ মস্তক অবনত করিল; সৈন্যগণ তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি মহারাজ প্রতাপসিংহ।

মহারাজ সেনাপতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, তুমি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দেবরুগড় উত্যক্ত কর। আমি এই স্থানে রহিলাম, পাপিষ্ঠ দুরাচার দস্যুরাজকে দেখিতে পাইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি স্বয়ং সেই পাপিষ্ঠের শাস্তিবিধান করিব। কিন্তু সাবধান, অশক্ত লোকের

প্রতি যেন অত্যাচার না হয়; বৃদ্ধ, শিশু এবং রমণীগণ যেন নিরাপদে থাকে।”

সেনপতি “যে আজ্ঞা, মহারাজ!” বলিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল। কয়েকটী মাত্র সৈন্য মহারাজের নিকট রহিল। মহারাজ অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু রক্তিমাবর্ণ, তিনি কোন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন।

দস্যুনগরীতে এই বিপদ উপস্থিত! এখন দস্যুরাজ কোথায়? দস্যুরাজ বীরবলসিংহ কি রণভূষণে ভূষিত হইয়া রাজা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন? না। তিনিত দূত সম্মুখে রাজা প্রতাপসিংহকে কত ভৎর্সনা করিয়াছেন, কহিয়াছেন, যে তিনি প্রতাপসিংহের সহিত সমর আকাংক্ষা করেন। তবে তাঁহার এখনও দেখা নাই কেন? তিনি এখন কোথায়? পাঠক! তিনি এখনও আবাস গৃহে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার সুখের স্বপ্ন এখনও ভঙ্গ হয় নাই। তিনি এখনও ভাবিতেছেন যে শৈলদা ও বিরাজমোহিনীকে আবার পাইবেন। মনে মনে কত সুখ অনুভব করিতেছেন; কিন্তু আবার তাঁহার মুখ শুষ্ক হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, যে আর তাহাদিগকে তিনি কখনও দেখিতে পাইবেন না। আবার প্রতাপসিংহের পত্র মনে পড়িল, তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল, তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, প্রতাপসিংহ সাহস করিয়া কখনই দেবকগড়ে আসিতে পারিবেন না। যদি আসেন, তাহা হইলেও বীরবলসিংহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। তাঁহার মন কিছু শান্ত হইল, তিনি নিরবে বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে এক ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাইলেন; তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। এক জন আহত সৈন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং কহিল, “মহা-

রাজ! রাজা প্রতাপসিংহ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নগর আক্রমণ করিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলাম; তাহারা বহু সংখ্যক, আমরা অল্প, আমাদের প্রায় সকল সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে। আমিও আহত—এখনও রুধির নির্গত হইতেছে; মহারাজ———”

আর বাক্য নিস্থত হইল না, কুঠারছেদিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সৈনিক পুরুষ ধরাশায়ী হইল ও প্রাণত্যাগ করিল।

দস্যুরাজ অধোবদনে বসিয়া রহিলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি সমরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, এক্ষণে কিসে পরিত্রাণ হয় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বজ্র-নিনাদবৎ তুর্য্যধ্বনি সহসা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অশ্ব আনয়ন করাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং “প্রাণ যায় যাউক, যুদ্ধ করিব” বলিয়া প্রতাপ সিংহের উদ্দেশে গমন করিলেন।

মহারাজ প্রতাপসিংহ অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেছেন; হস্তে শত্রুনিপাতকারী সুতীক্ষ্ণ তরবারি ঝক্‌মক্‌ করিয়া দুলিতেছে। দস্যুরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; প্রতাপসিংহকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি গর্ব্বিত বচনে কহিতে লাগিলেন, “রাজা প্রতাপসিংহ! আপনার মৃত্যু নিকট, আপনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া কি জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছেন?”

প্রতাপ। “আমার মৃত্যু নিকট, তাহাতে ক্ষতি নাই। দস্যু-রাজ! এখনও উপদেশ দিতেছি, এখনও সময় আছে। আপনি দূত সম্মুখে আমার অবমাননা করিয়াছেন, আপনি আমার উপদেশমত কার্য্য করেন নাই। সেই ক্রোধেই অদ্য দস্যুনগরীতে এই ভীষণ হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি। আমি ধনলোভে মত্ত হইয়া

আপনার রাজ্যে আসি নাই, আমি অনাথ কারাবাসীদিগের দুঃখ মোচন নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। আমার মনোরথ অবশ্যই সফল হইবে, যে হুতাসন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি, দস্যুনগরী তাহাতে অদ্যই ছারখার হইবে।”

বীরবল। “অহঙ্কারে প্রয়োজন কি? যখন সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান, তখন কাহার কত ক্ষমতা এই দণ্ডেই বুঝা যাইবেক। কিন্তু একটী কথা——————”

প্রতাপ। “কি কথা, দস্যুরাজ?”

বীরবল। “রাজা প্রতাপসিংহ! আপনি রাজপুত, রাজপুতেরা কখনই সমরে ভীত নহেন। আমি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলাম না, এই জন্যই সসৈন্য যুদ্ধ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি যুদ্ধে বিরত নই; আমি রাজপুত, আপনিও রাজপুত, আমি আপনাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। অদ্য দুই জনের এক জন এই সমরক্ষেত্রে বিনষ্ট হইব।”

তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, অসি নিষ্কোষিত করিয়া রাজা প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করিলেন।

“রাজপুত রাজা প্রতাপসিংহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীত নহেন” এই কথা বলিয়া রাজা প্রতাপসিংহও আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন।

তাঁহাদের হস্তে সুতীক্ষ্ণ তরবারি বিদ্যুৎবৎ শোভা পাইতে লাগিল—তাঁহাদের অসি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বীরবল সিংহ ও প্রতাপ সিংহ-দুইজনই বীরপুরুষ, দুইজনই সিংহ। দস্যুরাজ প্রতি দণ্ডেই তাঁহার শত্রুর প্রাণ নিধনের চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু প্রতাপসিংহের ইচ্ছা সেরূপ নহে। দস্যুরাজ এখনও যদি তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিতে স্বীকার হন, তাহা হইলে এই দণ্ডেই প্রতাপসিংহ তাঁহার তরবারি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত,

তাহা হইলে এই দণ্ডেই তিনি দস্যুরাজের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিতে উদ্যত। কিন্তু দস্যুরাজের মন তাদৃশ পবিত্র নহে। তিনি নরঘাতী, নরহত্যায় তাঁহার সঙ্কোচ নাই। তিনি প্রতাপ সিংহকে আহত করিতেছেন; প্রতাপ সিংহের অঙ্গ রুধির ধারায় প্লাবিত হইতেছে। তিনি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইলেন, আর অসি পরিচালন করিতে পারেন না। প্রতাপ সিংহের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান, তাহাদের মুখ বিষণ্ণ। তাহারা মহারাজের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; তাঁহার অনুমতি পাইলে তাহারা এখনও মহারাজের প্রাণরক্ষা করিতে পারে। সহসা মেঘগর্জ্জনবৎ কি শব্দ হইল, মহারাজ প্রতাপ সিংহ আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

"দুরাশয়! আপন কর্ম্মের ফলভোগ কর" এই বলিয়া দস্যুরাজ প্রতাপ সিংহের বধার্থ অসি উত্থিত করিলেন। সূর্য্যালোকে সুতীক্ষ্ণ তরবারির জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হইল; সৈনিকদিগের চক্ষু ক্ষণকাল নিমিত্ত নিমীলিত হইল। দস্যুরাজ প্রতাপসিংহের প্রাণসংহারে উদ্যত, সহসা তাঁহার কর্ণে "ধর্ম্মের জয়, ধর্ম্মের জয়" এই বাক্য গুলি প্রবেশ করিল। তিনি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চমকিয়া উঠিলেন; তাহার হস্ত হইতে সেই উত্থিত তরবারি ভূতলে পতিত হইল।

"পাপিন্! ধর্ম্মের অবশ্যই জয় হইবে; তুমি দস্যু, তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।" এই বলিতে বলিতে রাজা প্রতাপ সিংহ বেগে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার সাহস দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল; তিনি শাণিত তরবারির দ্বারা দস্যুরাজকে আহত করিলেন—বীরবলসিংহ ধরাশায়ী হইলেন।

বীরবল সিংহ আহত হইয়াছেন—যন্ত্রণায় অস্থির। কিন্তু এখনও তাহার মুখ হইতে গর্ব্বিত বচন নিসৃত হইতেছে, "দুরাচার! তোরই

মানস সফল হইল, আমি আহত হইয়াছি। উঃ! অধম প্রতাপ সিংহের হস্তে প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্তই কি এতদিন সগর্ব্বে রাজত্ব করিলাম? প্রাণ যায়—আবার একি অধর্ম্ম! যাহাকে আশ্রয় দিলাম—সন্ন্যাসী—রণক্ষেত্রে আসিয়া—'ধর্ম্মের জয়'—শাপ দিয়া গেল—প্রাণ যায়, চলিলাম———————"

এই বলিতে বলিতে চক্ষু নিমীলিত হইল, নিশ্বাস বন্ধ হইল, দস্যুরাজ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেনানী-হস্তে।

মহারাজ প্রতাপসিংহ রণজয়ী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার অঙ্গ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে; সহসা তিনি দেখিলেন, এক পঞ্চম বর্ষীয় সুকুমার বালকের হস্ত ধারণ করিয়া এক সুন্দরী রমণী তাঁহারই নিকট আগমন করিতেছেন। এক জন দীর্ঘকায় সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ সুন্দরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। রমণীর নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে; তিনি ধীরে ধীরে মহারাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং করুণস্বরে কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি দেবরুগড় অধিকার করিয়াছেন, আপনি মহারাজ বীরবল সিংহকে হত্যা করিয়াছেন; আমরা আর কাহার জন্য থাকিব? আমাদিগকেও নিধন করুন্————"

মহারাজ এই কামিনীর বিনয়ী স্বভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

বিনোদিনী। "আমি কে? মহারাজ! সে পরিচয় আপনার শুনিয়া কি হইবে? আমি এক্ষণে এক দুঃখিনী—এক কাঙ্গালিনী; আমি মহারাজ বীরবল সিংহের বিধবা পত্নী———"

এই কহিতে কহিতে তিনি দেখিলেন, তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার স্বামীর আহত দেহ পতিত রহিয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"স্বামিন, প্রভো! কোথায় গমন করিলেন? দাসীরে জন্মের মত ত্যাগ করিলেন! আর কি একবারও আমার সহিত কথা কহিবেন না? উঃ কি অদৃষ্ট, নাথ! আপনি স্বয়ংই আপনার সর্ব্বনাশ করিলেন। আমি কত অনুনয় করিলাম, আপনি আমার কথা শুনিলেন না, আপনি কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিলেন না, আপনি আমার মস্তকে পদাঘাত করিলেন। হৃদয়রত্ন! এক্ষণে কোথায় রহিলেন? এ রাজত্ব, এ বৈভব, এক্ষণে কাহার হইল? একবার আসুন, একবার হতভাগীর সহিত কথা কহিয়া আমারে শান্ত করুন্। নাথ! অধিকক্ষণ নহে—আমিও আপনার নিকট যাইতেছি, ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। কিন্তু এ সন্তান! বৎস! তোমার দশা কি হইবে? তোমাকে কি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে? আর সহ্য হয় না; নাথ! আপনার পুত্র কোথায় থাকিবে? তাহাকে রক্ষা করুন্, নতুবা অনাহারে আপনার সন্তানের প্রাণ যায়! প্রভো! আপনার পুত্র কি অবশেষে ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ করিবে, ইহার অদৃষ্টে কি এই ছিল? মহারাজ প্রতাপ সিংহ! আপনি ধার্ম্মিক, ইহা কি কখনও সহ্য হয়? আপনার কি এক জন রাজপুত্রের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে ইচ্ছা হয়? যদি এরূপ ইচ্ছা না হয়, তবে মহারাজ! আমি মিনতি করিতেছি, আমার এই হতভাগ্য সন্তানের প্রাণবধ করুন্; আমি আপনাকে স্ত্রীহত্যা

করিতে বলিতে পারি না, আমি স্বয়ংই আপনার প্রাণনাশ করিব; কিন্তু ধার্ম্মিকবর! মা হইয়া কি পুত্রের প্রাণবধ করা যায়? আমি এই জন্যই বলিতেছি, আমার পুত্রকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, আপনি উহার প্রাণবধ করুন্——"

প্রতাপ। "রাজমহিষি! আপনি এত ব্যাকুল হইবেন না; এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আপনি বিবেচনা করুন্, আমি ধনলোভে আপনার স্বামীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই, আমি হতভাগ্য কারাবাসীদিগের দুঃখ মোচনার্থ এখানে আসিয়াছি। দস্যুরাজ যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে আমি কখনই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতাম না। সাধ্বি! আমি আপনার নিকট অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম; আমায় ক্ষমা করুন্, আমি অদ্য এক পবিত্রা এবং সাধ্বী রমণীর বৈধব্য দশা ঘটাইলাম।"

বিনোদিনী। "মহারাজ! আপনি অন্যায় কর্ম্ম করেন নাই, আপনি যথার্থই হিন্দুকুল-শ্রেষ্ঠ রাজপুতের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ! অদ্য আমার কি দশা ঘটিল? আমি অদ্য বিধবা, আমার একমাত্র সন্তান নিরাশ্রয়————"

প্রতাপ। "আপনার সন্তান নিরাশ্রয় নহে। সাধ্বি! আমি আপনার তুল্য পবিত্রা ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক কুত্রাপি দেখি নাই। আপনি যথার্থই রমণীরত্ন; আপনার স্বভাব দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আপনার সন্তানকে আর নিরাশ্রয় কহিবেন না, আপনার রাজ্য বৈভব যাহা আছে, তাহা সকলই আপনার রহিল, আমি তাহা কিছুই লইতে ইচ্ছা করি না। এরূপ পবিত্রা রমণীর দুঃখানল বর্দ্ধিত করিয়া রাজা প্রতাপ সিংহ স্বকীয় কোষ পূরণ করিবার বাঞ্ছা করেন না।"

বিনোদিনী প্রতাপ সিংহের বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন;

তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ প্রতাপসিংহ আবার কহিলেন, "সাধ্বি! আপনার রাজ্যমধ্যে আপনি কাহাকে সকল অপেক্ষা বিশ্বাস করেন? কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ করিলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন?"

বিনোদিনী তাঁহার পার্শ্বস্থ সৈনিক পুরুষের হস্ত গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! আমার রাজ্যে কেবল একটী মাত্র লোক বিশ্বাসী আছে, তাহার হস্তে এই রাজ্যভার অর্পণ করিলে আমি পরম সুখী হইব। এই যে সৈনিক পুরুষকে দেখিতেছেন, ইহার নাম সিংজি। ইনি মহারাজের কারাধ্যক্ষ ছিলেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে কারাবাসীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা ইনিই এক্ষণে রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করুন। ইহার তুল্য উদারস্বভাব লোক অতি অল্প আছে। মহারাজ ইহাকে জানিতেন না, কিন্তু আমি ইহাকে বিলক্ষণরূপ জানি। হতভাগ্য কারাবাসীদিগের মুক্তির জন্য আমি যখন চেষ্টা করিয়াছিলাম, বিশ্বস্ত সিংজি তখন সে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। সিংজির তুল্য বিশ্বস্ত এবং পরোপকারী লোক আমি দেখি নাই।' মহারাজ! আমার ইচ্ছা আপনি সিংজির হস্তে এই রাজ্যভার অর্পণ করুন।"

প্রতাপ সিংহ সিংজির হস্ত গ্রহণ করিলেন এবং তাহার উপর দস্যুরাজের সন্তানের হস্ত রাখিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনার এরূপ স্বভাব অবগত হইয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই রাজ্যভার এবং এই রাজকুমার আপনার হস্তে রহিল, আপনি দেখিবেন। আপনার উপর যখন রাজমহিষীর এরূপ বিশ্বাস দেখিতেছি, তখন আপনাকে অধিক কিছু বলিবার

প্রয়োজন নাই। আমি এক্ষণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, শিবিরে চলিলাম।”

এই বলিয়া মহারাজ প্রতাপসিংহ আপন শিবিরে গমন করিলেন। চতুঃপার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার এই আচরণ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে।

দস্যুরাজ বিনষ্ট হইয়াছেন, দস্যুনগরীতে রাজা প্রতাপসিংহের নামাঙ্কিত পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে। সৈন্যদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই। তাহারা সকলেই উৎসবে মত্ত; নৃত্য এবং গীতে নগর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কারাবাসীরা মুক্তি পাইয়াছে; তাহারা জগদীশ্বরের নিকট মহারাজ প্রতাপ সিংহের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেছে। অদ্যাবধি দস্যুরা সহায়-বিহীন হইল, পথিকেরা নিশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিবে, কেহ আর পার্শ্বস্থ উপবনে আসিতে শঙ্কা করিবে না। রাজা প্রতাপ সিংহও পুলকিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে কি করিতেছেন?

মহারাজ গৃহগমনের উদ্যোগ করিতেছেন; তাঁহার ইচ্ছা, তিনি বিমল সরোবর উপবন হইয়া গৃহে গমন করিবেন। তথায় যে মহামান্য সন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁহাকে দর্শন করিব বলিয়া সকলেরই মন প্রফুল্ল হইল। মহারাজ সসৈন্য দস্যুনগরীর বাহির

হইলেন এবং ক্রমে উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সৈন্য কটক সেই খানেই সমাবেশিত করিয়া, মহারাজ কয়েকটী বন্ধুর সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী জপে নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী জপ সমাপ্ত করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলে, তাঁহারা সন্ন্যাসীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

প্রতাপসিংহ। "পিতঃ! আমি সবন্ধু আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি বিজয় নগরের রাজা, আম প্রতাপ সিংহ। দস্যুরাজের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা, তিনি কারাবাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করুন এবং স্বয়ং দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। পিতঃ! তিনি আমার অবমাননা করিয়াছিলেন; আমি সেই ক্রোধে তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি এবং তাঁহার পুত্রকে সমস্ত বৈভব অর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে কারাবাসীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং দস্যুদিগের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। আপনি দস্যুরাজের তপোবনে বাস করেন— দস্যুরাজ আপনার আশ্রিত। পিতঃ! আমিও আপনার আশ্রিত, আমায় ক্ষমা করুন।"

সন্ন্যাসী। "বৎস! ভীত হইও না; আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে লোক নরঘাতী, যে পাপিষ্ঠ নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকদিগকেও কষ্ট দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়, তাহাকে বধ করিলে কিছুমাত্র পাপ নাই। বৎস! দস্যুরাজের সহিত তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ শুনিয়া, আমি স্বয়ং রণস্থলে যাইয়া 'ধর্ম্মের জয়' উচ্চারণ করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে গৃহে গমন কর; তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক, তুমি সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ কর।"

সন্ন্যাসী এই বলিয়া, পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন তাঁহার পার্শ্বে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান। এই ব্রাহ্মণ এক জন অধ্যাপক। তিনি বহু কাল রাজা প্রতাপ সিংহের সভা বিভূষিত করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একটী সন্তান হইল। অপত্যস্নেহে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ আর বিজয় নগরে থাকিতে পারিলেন না, আপন গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাঠক! এই ব্রাহ্মণ আপনাদিগের পরিচিত, উহাঁর অনুরোধেই রাজা প্রতাপ সিংহ দস্যুশিবিরে দূত পাঠাইয়াছিলেন, উহাঁর উপকারার্থই মহারাজ দস্যুনগরীতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজা ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা করিয়াছি; এক্ষণে আপনার কি উপকার করিব?"

ব্রাহ্মণ। মহাশয়! ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন্। আপনি আমার নিমিত্ত যথেষ্ট কষ্ট করিয়াছেন; এক্ষণে অনুমতি করুন্, গৃহে যাই।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তপোবনের বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে।

রাজা প্রতাপসিংহ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, আর ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোথায়? তিনি আস্তে আস্তে গমন করিতেছেন।

তাঁহার মুখ এখনও ম্লান, দেখিলেই বোধ হয় তাঁহার কামনা সিদ্ধ হয় নাই। তিনি অনবরত কি ভাবিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতেছেন। বেলা প্রায় অবসান; পথে আর লোক নাই, ব্রাহ্মণ একাকী যাইতেছেন। সন্ধ্যা নিকট, এখনই রাত্রি আসিবে, রাত্রি-কালে কোথায় অবস্থিতি করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার মনে বলবতী হইল। তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; গ্রাম নিকটে নাই, চতুর্দ্দিকে কেবল শস্য-পরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল দৃষ্টিগোচর হই-তেছে। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার লোচন হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। তিনি আর চলিতে পারিলেন না, সেই খানেই উপবেশন করিলেন। আবার কি ভাবিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাহসে নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল না; তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, বিধাতা আমারে কষ্ট দিবার নিমিত্তই সৃজন করি-য়াছেন, তবে কেন আমি অনর্থক ভাবিতেছি? আবার মনে করি-লেন, এই পথমধ্যে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলে আর কষ্টভোগ করিতে হইবে না। তিনি এই প্রকার ভাবিতেছেন, এমত সময় তাঁহার মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। সতৃষ্ণ নয়নে তিনি কি দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল? সতৃষ্ণ নয়নে তিনি কি দেখিতে লাগিলেন? বুঝিয়াছি, অনতিদূরে একটী বৃক্ষ দেখা যাইতেছে, তিনি তাহাই দেখিতেছেন, বৃক্ষপার্শ্বে কোন আশ্রয় স্থল থাকিলেও থাকিতে পারে, ইহাই ভাবিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বেগে চলিতে লাগিলেন। রাত্রি আগত, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে, আর দৃষ্ট চলে না। ব্রাহ্মণের মুখ আবার মলিন হইল, তিনি যে বৃক্ষটী দেখিয়া আশ্বাসিত

হইয়াছিলেন তাহা আর দেখা যাইতেছে না, তাহা এক্ষনে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তিনি অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন সম্মুখে কি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন, একটী বৃক্ষপার্শ্বে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ রহিয়াছে; সেই গৃহের গবাক্ষ দ্বার দিয়া ঐ আলোক আসিতেছে। তাঁহার মন শান্তি লাভ করিল; তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন উহা একটী সরাই। তাঁহার মন আরও পুলকিত হইল। তিনি আহ্লাদে সরাইমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রান্তিদুর করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইয়াছে, সকলেই একে একে গাত্রোত্থান করিতে-ছেন। আহা, এই সরাইটী কি রমণীয় স্থান; উহার পার্শ্বে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ, বৃক্ষের সম্মুখে একটী মন্দির এবং বৃক্ষের পার্শ্বে একটী পর্ণশালা সংস্থাপিত রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে দেবদেব মহাদেবের প্রস্তরময় মুর্ত্তি নির্ম্মিত রহিয়াছে। আর পর্ণশালাটী কাহার? পর্ণশালাটী সন্ন্যাসী ও তাপস দিগের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে; প্রত্যহ কত সন্ন্যাসী ও তাপস কুমার আসিয়া বৃক্ষতলে হোম করিয়া থাকেন এবং রাত্রিকালে কুটীর মধ্যে অবস্থিতি করেন। এই যে এখনও দুই জন তাপস কুমার বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে, বোধ হয় হোম করিতেছেন। আহা, ওরূপ রূপত কখন দেখি নাই। তপ্তকাঞ্চননিভ উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। উহাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সরাই হইতে লোক সকল বহির্গমন করিতেছে, কি দেখিবে বলিয়া তাহারা তরুতলে আসিতেছে। তাহারা কি দেখিবে? দুই জন তরুণ বয়স্ক তাপস কুমার।

তাপস কুমার দুই জন সহসা কেন অস্থির হইলেন? তাঁহাদের

মনের ভাব কেন এরূপ বিকৃত হইল? তাঁহারা কি জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলেন? কে এক জন আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে। ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহাদিগকে ত কত লোক আসিয়া প্রণাম করিতেছে। যাহারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিতেছে, তাহারা সকলেই ত প্রণাম করিতেছে, কই, তাহাতে ত তাঁহাদের মনের ভাব বিকৃত হয় না। তবে এরূপ কেন হইল? উকি, তাঁহারা যে কাঁদিতেছেন! অশ্রু বারিতে তাঁহাদিগের বদন ভাসিয়া যাইতেছে! জ্যেষ্ঠ তাপস কুমার প্রণত ব্যক্তির স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "পথিক, বন্ধু! এত দিনের পর আমাদিগের মানস সফল হইল। ভাই! তোমার অন্বেষণেই আমরা এত কষ্ট পাইতেছি। বন্ধো! এক বার কথা কও, তোমার মিষ্ট কথা অনেক দিন শুনি নাই। ওকি! তুমি অমন করিয়া চাহিয়া রহিলে কেন? ভাই! আমাদিগকে কি চিনিতে পার নাই? বৎস! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এখনই চিনিতে পারিবে।"

এই বলিয়া তাঁহারা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন তাঁহারা বাহিরে আসিলেন, নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, কারাবাসিনী সেই কামিনী এবং বিরাজমোহিনী। তাঁহার দুঃখ-সাগর উথলিয়া উঠিল, নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি কাতরস্বরে কহিলেন, "ভগিনি! এত দিনের পর আমার—"

আর কথা আসিল না। শৈলদা তাঁহাকে অস্থির দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই! আর কাঁদিও না, শান্ত হও। এখন সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইবে। ভাই! কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া অবধি যে কত কষ্টভোগ করিতেছি, তাহা আর কি কহিব। দেখ, তোমার জন্যই তাপসবেস পরিগ্রহ করিলাম, তোমার

জন্যই বিরাজকে লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিলাম। ওকি! বিরাজ যে এখনও কাঁদিতেছেন ; ভাই! তোমার বিরাজকে তুমি শান্ত কর।”

নরেন্দ্রনাথ বিরাজের হস্ত গ্রহণ করিলেন ; বিরাজ আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, নরেন্দ্রনাথের হস্তে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার নিকট বসিলেন, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বদন প্লাবিত হইতে লাগিল ; শৈলদা সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

চতুঃপার্শ্বস্থ সকল লোকই বিস্মিত হইয়াছে ; তাহারা চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে, কাহারও মুখে বাক্য নাই। হটাৎ তাহারা ফিরিয়া চাহিল, কি দেখিতে লাগিল, দেখিল এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ তরুমূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শৈলদার হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “শৈলদে, বৎসে, প্রাণাধিকে! তুমি কোথায়! তুমি এখানে! আহা, তোমারই নিমিত্ত আমার এই মলিন দশা, তোমারই নিমিত্ত আমার কলেবর জীর্ণ হইয়াছে। বৎসে! যে দিন শুনিলাম তুমি পিত্রালয়ে আসিতে আসিতে দস্যু-হস্তগতা হইয়াছ, সে দিন যে আমার কি হইল তাহা কি বলিব? আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রেই বাটী হইতে পলায়ন করিলাম। কত স্থান ভ্রমণ করিলাম, অবশেষে তোমার সন্ধান পাইলাম। শৈলদে! তোমারই জন্য আমি বিজয়নগরে যাত্রা করিলাম এবং রাজা প্রতাপ সিংহের আশ্রয় লইলাম। বৎসে! নিশ্চিন্ত হও, রাজা প্রতাপ সিংহ পাপিষ্ঠ দস্যুরাজকে বিনষ্ট করিয়াছেন। উঃ, যে দিন কারাগার অন্বেষণ করিলাম কিন্তু তোমার দেখা পাইলাম না, শুনিলাম যে তুমি পলায়ন করিয়াছ, সে দিনই বা মনে কি

হইল! বৎসে! এক বার কোলে এস—আমি মনে করি নাই—”

ব্রাহ্মণ আর কথা কহিতে পারিলেন না—নিরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

শৈলদাও আর কথা কহিতে পারিলেন না, রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি আহ্লাদে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি অতি কাতরস্বরে কহিলেন,—“পিতঃ! আমি কখনই মনে করি নাই, যে আবার আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। এক্ষণে বলুন, আমার প্রণাধিক ভাইটী কেমন আছে?”

‘ভাইটী কেমন আছে’ শুনিয়াই ব্রাহ্মণের মুখ মলিন হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; তিনি বিরাজমোহিনীর পার্শ্ববর্ত্তী নরেন্দ্র নাথকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “বৎস নরেন্দ্রনাথ! তুমিও এখানে! ওঃ, আজ কি সুখের দিন! বৎস! এমন ভাবে রহিলে কেন? দেখ, তোমার পার্শ্বে তোমার সহোদরা শৈলদাসুন্দরী; দেখ, সম্মুখে তোমার পিতা রাজেন্দ্রনাথ!”

নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদে জড়প্রায় হইয়াছেন, তাঁহার আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, “পিতঃ! আমি আপনারই অন্বেষণে অদ্য দুই বৎসর ভ্রমণ করিতেছি, অদ্য কি সুপ্রভাত—”

শৈলদা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি নরেন্দ্র নাথকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “নরেন্দ্রনাথ! তোমায় পূর্ব্বে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তুমিই আমার সহোদর। ভাই! আজ আমাদের কি সুখের দিন!”

শৈলদা এই রূপ বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র-

নাথ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? সম্মুখে পিতা, পার্শ্বে ভগিনী! আবার ভাবিলেন ইনিই শৈলদা সুন্দরী—আমার সহোদরা। ইনিইত দস্যুগৃহে ছিলেন? এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কি মনে পড়িল, চক্ষে অশ্রু আসিল, তিনি তাহা সম্বরণ করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

সুখ, সুখের অনুগামী এবং দুঃখ দুঃখের অনুগামী। নরেন্দ্রনাথ এত দিন বিপদসলিলে মগ্ন ছিলেন, আজ তিনি পিতা, সহোদরা এবং স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজমোহিনীর নিকট উপবিষ্ট আছেন। সকলেই মনদুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় নিকটস্থ দেবালয় হইতে এক জন সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী এতক্ষণ দেবালয়ে মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন, বাহিরে আসিয়া তরুমূলে এরূপ বিস্তর লোকের সমাবেশ দেখিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, দুই জন তরুণবয়স্ক তাপসকুমারের পরিবর্ত্তে দুই জন অসামান্যা সুন্দরী যুবতী সেই তরুমূলে বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি শৈলদার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং কহিলেন, "ভগিনি! আমার বোধ হইতেছে, আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আমায় কি অনুমতি করেন?"

শৈলদা। "ভাই! এত দিনের পর আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইহইয়াছে—আমি অদ্য আমার পিতা এবং সহোদরের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তুমি আমাদের নিমিত্ত বিস্তর কষ্ট পাইয়াছ; ভাই! সে সকল কিছু মনে করিও না, এক্ষণে ত্বরায় তপোবনে প্রতিগমন কর।"

সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিলেন এবং তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অভিলষিত স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বান্ধব-সঙ্গমে।

শ্রীমানপুরে আজ সুখের দিন; আজ তথাকার সকলেরই মন প্রফুল্ল, সকলেরই মন পুলকিত। রাজেন্দ্রনাথের স্বভাব অতি চমৎকার—গ্রামস্থ সকল লোকেরই সহিত তাঁহার প্রণয়। তাহারা বহু দিবসাবধি রাজেন্দ্রনাথকে দেখে নাই; তাঁহার কোন সংবাদও জানিত না; আজ সহসা পুত্র এবং কন্যার সহিত তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন দেখিয়া, কে না পুলকিত হইবে? নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বজন প্রিয়; তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার বান্ধবগণ অদ্য যেরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুমিত হইতে পারে। আবার তাঁহার জননীর আজ কি সুখের দিন! নরেন্দ্রনাথ তাঁহার জননীর দর্শন পাইয়াছেন—তাঁহার মানস সফল হইয়াছে। তিনি তাঁহার পিতা, মাতা, সহোদরা এবং প্রণয়িনী, সকলেরই এক কালে সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। নরেন্দ্র নাথের জননী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন; তিনি অনেক দিন অবধি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু এ অশ্রু সে রূপ নহে, এ আনন্দাশ্রু! তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যে তাঁহার সুখের দশা শেষ হইয়াছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে তাঁহার স্বামীর এবং পুত্রের সাক্ষাৎ তিনি কখনই পাইবেন না। কিন্তু বিধাতা সুপ্রসন্ন; তাঁহার মনোরথ অদ্য পূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাঁহার স্বামীকে পাইয়াছেন, প্রাণাধিক একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথকে পাইয়াছেন এবং প্রাণসমা কন্যা শৈলদাকে পাইয়াছেন। কি সুখের দিন! আহা, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সংমীলন কি সুখময়; দুঃখের পর সুখ কি শান্তিকর; অন্ধকারে আলোক দর্শন কি রমণীয়! পাঠক! কখন কি

দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছিলেন? কখনও কি প্রিয়জন-বিরহ সহ্য করিয়াছিলেন? যদি দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া আবার পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, প্রিয়জনের বিরহ যাতনার পর যদি আবার প্রিয়সঙ্গম-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, তবেই অনুভব করিতে পারিবেন, রাজেন্দ্রনাথ, বিরাজমোহিনী, নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার জননীর অবস্থা আজ কি সুখকর!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণশৃঙ্খলে।

দুঃখের নিশা অবসান হইয়াছে। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল; একাসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। বিরাজ শৈলদার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ খানি তত প্রফুল্ল নয়; শৈলদা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে বিরাজের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইলেই চরিতার্থ হই।"

রাজেন্দ্র। "ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় আর কিছুই নাই; বিরাজের মত শান্ত-স্বভাবা বালিকা অতি অল্প আছে। কিন্তু বৎসে! আমি বিরাজের বিষয় কিছুই জানি না।"

শৈলদা। "আমি বিরাজের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। বিরাজের বয়স যখন ছয় বৎসর মাত্র, তখন অবধি বিরাজ আমার নিকটে আছে। আমার কারারুদ্ধ হইবার অল্প দিন পরেই, কারাধ্যক্ষ আসিয়া বিরাজকে আমার হস্তে অর্পণ করিল। কহিল, 'বিরাজ এক অধ্যাপকের কন্যা, দস্যুরা ইঁহার মাতাকে বিনষ্ট

করিয়া ইহাকে আনিয়াছে, ইহার পিতা কোথায় পলায়ন করিয়াছে।' আমি বিরাজকে পাইয়া পরম সুখী হইলাম; আমরা দুই জনই দুঃখিনী ও কারাবাসিনী।"

ব্রাহ্মণের মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; আমি অদ্যই বিরাজকে আমার নরেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করিব।"

সকলেরই মন হর্ষসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল, সকলেরই মুখ হাসি হাসি। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কি দেখিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে দুই জন তেজস্বী সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাঠক! এই দুই জন সন্ন্যাসীই আপনাদের পরিচিত; বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভীষণ-দর্শন ঐ সন্ন্যাসীর সহিত বিমল সরোবরে আপনাদিগের আলাপ হইয়াছে, এবং তরুণ-বয়স্ক ঐ সন্ন্যাসী রামনগরের সরাই মধ্যে আপনাদিগকে এক বার দেখা দিয়াছেন।

সম্মুখে সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহারা সকলেই প্রণত হইলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎসে, শৈলদে! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে?"

শৈলদা। "পিতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আমি এখন পিতা, মাতা এবং প্রাণাধিক সহোদরের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। প্রভো! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমার বিরাজকে ভাই নরেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করি।"

সন্ন্যাসী কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল বাষ্পবারি পতিত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "শৈলদে! আমি কখনই মনে করি নাই, যে বিরাজ এমন সুপাত্রে অর্পিত হইবে। শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব কেন? বৎসে! আমিই আমার

বিরাজকে বৎস নরেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করিব; আমিই দুখিনী বিরাজের পিতা!"

সকলেই সেই সন্ন্যাসীর মুখপানে সচকিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি রাজেন্দ্র নাথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আশ্চর্য্য হইবেন না। আমিই বিরাজের পিতা ভারত শিরোমণি! বিমল সরোবর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটী গ্রাম আছে; সেই খানেই আমার বসতি। এক দিবস রাত্রে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে এক ভয়ানক চিৎকার শুনিতে পাইলাম। আমি ভীত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিলাম এবং দেখিলাম যমদূতাকৃতি কতকগুলি দস্যু আমাদেরই গৃহ আক্রমণ করিয়াছে। আমি আর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, প্রতিবাসীদিগকে ডাকিবার নিমিত্ত বাহিরে গমন করিলাম। যখন কতকগুলি প্রতিবাসীর সহিত গৃহে আসিলাম, তখন দেখিলাম দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কেবল দেখিলাম, আমার পত্নীর মৃতদেহ ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। আমার একমাত্র কন্যাটীও দেখিতে পাইলাম না। এক বার মনে করিলাম, আত্মহত্যা করি, আবার মনে করিলাম, যদি বিরাজ জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহার ত দুঃখের আর অবধি থাকিবে না। এই সকল ভাবিয়া আমি সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিলাম এবং বিমল সরোবরে বাস করিতে লাগিলাম। কন্যার অনুসন্ধানে মধ্যে মধ্যে দস্যুনগরীতে গমন করিতাম। এক দিন শৈলদার নিকট আমার বিরাজকে দেখিতে পাইলাম; আমি সেই দিন অবধি শৈলদাকে কন্যার মত ভাল বাসি। লম্পট দস্যুরাজের ভয়ে শৈলদা ও বিরাজ যে দিন আমার নিকট আসিল, তাহাদিগের পথে বিপদ আশঙ্কা করিয়া আমিই তাহাদিগকে

সেই দিন তাপসবেশ পরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলাম এবং বিরাজকেও শৈলদার সঙ্গে পাঠাইলাম। স্ত্রীলোকের পদে পদে বিপদআশঙ্কা ভাবিয়া, সন্ন্যাসবেশী, আমার এই শিষ্য বসন্ত-কুমারকেও ইহাদিগের সহিত পাঠাইয়াছিলাম। রামনগরের সরাই মধ্যে যখন শৈলদার সহিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন বসন্ত কুমার শৈলদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমারে গিয়া সংবাদ দিল। এই শুভ সংবাদে পুলকিত হইয়া আমি শিষ্য সমভিব্যাহারে আপনাদিগের উদ্দেশে আসিয়াছি। আমার মানস সফল হইয়াছে—আমি আপনাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"

রাজেন্দ্রনাথ আহ্লাদে সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহারা উভয়েই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন, কাহারও মুখে বাক্য নাই। সকলেই একমনে পরম্ পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছেন। সন্ন্যাসী তাঁহার প্রিয় শিষ্য বসন্তকুমারের পবিত্র স্বভাব বর্ণনা করিয়া তাহার ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতেছেন।

সন্ধ্যা সমাগতা—সর্ব্বত্রই অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অদ্য রাজেন্দ্রনাথের বাটীতেও এক অপূর্ব্ব শোভা! নরেন্দ্রনাথ এবং বিরাজমোহিনী দাঁড়াইয়া আছেন; এক পার্শ্বে স্নেহময়ী জননী, অপর পার্শ্বে সহোদরা শৈলদা। সন্ন্যাসী বিরাজমোহিনীর হস্ত লইয়া নরেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাঁহারা দুই জনেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন—তাঁহাদের অন্তরাত্মা অদ্য স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিপদে সম্পদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকলেই গাত্রোত্থান করিয়াছেন; সকলেরই মুখ কিছু শুষ্ক—সকলেরই মুখ কিছু মলিন। তাঁহাদের মুখ কি জন্য মলিন হইয়াছে? এমন সুখের দিনে তাঁহারা কি জন্য বিষণ্ণ হইয়াছেন? আহা! তাঁহারা অদ্য এক অশুভ সংবাদ শুনিয়াছেন। সকলেই একত্রে মিলিত হইলে, যখন শরতের কথা উত্থাপন হইল, তখন নরেন্দ্রনাথ কি এক খানি পত্র বাহির করিয়া দিয়াছেন। পত্র খানি তাঁহার বন্ধুর অঙ্গবস্ত্র মধ্যে তিনি পাইয়াছিলেন। পত্র দেখিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন, পত্র খানি শৈলদাসুন্দরীই তাঁহার প্রাণনাথ শরৎসুন্দরকে লিখিয়াছিলেন। আর আশা নাই, শরৎসুন্দর নিশ্চয়ই দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কি শোচনীয় ব্যাপার!

তাঁহারা সকলেই আজ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কাহারও মনে সুখ নাই। শৈলদার আজ কি বিপদ! নয়নজলে তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে। কই, তিনিত গৃহমধ্যে নাই! তবে তিনি কোথায়? পাঠক! চলুন আমরা শৈলদার নিকট গমন করি।

গ্রামের প্রান্তভাগে একটী আম্র কানন আছে; কানন মধ্যে একটী অগ্নি জ্বলিতেছে। নির্জ্জন কাননমধ্যে কে এ চিতা প্রস্তুত করিল? কি ভয়ানক! একটী মলিনবদনা সুন্দরী স্ত্রী অগ্নির নিকটে বসিয়া আছেন, তিনিই শৈলদা। শৈলদা হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া কি ভাবিতেছেন; অশ্রুনীরে তাঁহার অঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। এই নির্জ্জন বনে শৈলদা কি জন্য আসিয়াছেন?

তিনি অদ্য অগ্নিতে তাঁহার দেহাহুতি প্রদান করিবেন, এই জন্যই আসিয়াছেন।

শৈলদা অগ্নির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, হঠাৎ তিনি ফিরিয়া চাহিলেন; কি দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তাহার প্রাণাধিক সহোদর! নরেন্দ্রনাথ অগ্নিপার্শ্বে তাঁহার সহোদরাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কিছু ভীত হইয়া কহিলেন, "ভগ্নি এ কি?"

শৈলদা আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার দুঃখসমুদ্র উথলিয়া উঠিল, তিনি সহোদরের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই! বিদায় লই, মনে রেখ, তোমার দুখিনী ভগিনী জন্মের মত চলিল। শরৎসুন্দর—তোমার বন্ধু শরৎসুন্দর আমারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর কাহার জন্য থাকিব? আমি চলিলাম, আমারে আর দেখিতে পাইবে না। বিরাজ, আমার বিরাজকে যত্ন করিও, এই ভিক্ষা, অধিক কিছু নয়! আমি যাই, জননীরে বলিও, পিতারে বলিও আমি চলিলাম। উকি ভাই, কাঁদিতেছ! কাঁদিও না, শান্ত হও; কি জন্য এত অস্থির হইতেছ? আমার বিরাজকে কহিও, তাহার শৈলদিদি জন্মের মত চলিল। ভাই! আমার বিরাজকে শান্ত করিও, বিরাজ যেন কাঁদে না। আমি যাই, বিরাজের নিকট এক এক বার আমার কথা উত্থাপন করিয়া আমায় মনে রেখ। উকি, এখনও যে কাঁদিতেছ? ভাই! শান্ত হও, বিরাজ, আমার বিরাজমোহিনী তোমার হস্তে রহিল; দেখিও, আমি চলিলাম—"

শৈলদা এই রূপ বিলাপ করিতেছেন সহসা তিনি দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার পিতা, মাতা, বিরাজমোহিনী এবং শিষ্যসমেত সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই অশ্রু

বিসর্জ্জন করিতেছেন, সকলেরই মুখ মলিন। শৈলদা তাঁহাদিগকে কাতর দেখিয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; তিনি পিতার পদযুগল ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমি মৃত্যুসময়ে আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। আমি যাই, আপনার দুঃখিনী কন্যা চলিল। আপনি আমার নিমিত্ত অনেক কষ্ট পাইয়াছেন; কিন্তু আমি কি করিব? আমার যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিল; আপনি কাঁদিবেন না; আমি বিদায় লই। ওকি মা! তুমিও যে কাঁদিতেছ! তুমি কাঁদিও না; আমায় বিদায় দাও, আমি যাই। আর এ যাতনা সহ্য হয় না; এই অনলে আমার শোকাবেগ ভস্ম করি। বিরাজ! এস, এই বার জন্মের শোধ তোমায় আলিঙ্গন করি। ভগ্নি! তোমার শৈলদিদি চলিল; আর দেখিতে পাইবে না, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। ভগিনি! তুমি কাঁদিও না; তোমায় কাঁদিতে নাই, আমার নরেন্দ্রনাথের অকল্যান হইবে। আমি তবে যাই। বসন্ত কুমার! তুমি আমাদের সহিত অনেক দিন বাস করিয়াছ। ভাই! আমায় ভুলিও না, দুখিনী ভগিনী বলিয়া মনে রেখ। প্রভো! আপনি কত উপকার করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়; আমার এখনও সেই বিমল সরোবর স্মরণ হইতেছে। আমায় ক্ষমা করুন, আপনার চরণ ধরিয়া কহিতেছি, আমায় ক্ষমা করুন। আপনি কাদিবেন না, আপনি এ শুভ কার্য্য হইতে আমায় নিবারণ করিবেন না। আমি চলিলাম, আমারে আর কেহই দেখিতে পাইবেন না, পিতঃ! মনে রাখিবেন, আমি যাই।"

এই বলিয়া শৈলদা যেমন চিতারোহণে উদ্যম করিবেন, সহসা এক যুবা পুরুষ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "প্রিয়ে! জীবন ত্যাগ করিও না, আমি আসিয়াছি!"

শৈলদাসুন্দরী ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার প্রাণনাথ শরৎসুন্দর! তাঁহার মুখে বাক্য আসিল না— তিনি চমকিত ও স্তম্ভিতের ন্যায় রহিলেন।

শরৎসুন্দরের পার্শ্বে এক জন সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান ছিলেন, শরৎ তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আমি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলাম, আমাকে এই সৈনিক পুরুষ জীবন দান করিয়াছেন।"

শৈলদা দেখিলেন, সৈনিক পুরুষ অপর কেহই নহে, তাঁহারই পরিচিত সিংজি। তিনি তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি যথার্থই পুত্রের কার্য্য করিয়াছ, তুমি না থাকিলে আমরা কেহই পরিত্রাণ পাইতাম না—"

আর কথা আসিল না, শৈলদা নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই; সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। সকলেই নিরবে বসিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে সন্ন্যাসী কহিলেন, "সিংজি! তুমি কিরূপে শরতের অনুসন্ধান পাইলে?"

সিংজি বিনীতভাবে কহিতে লাগিল "মহাশয়! দস্যুগণ শরৎ-সুন্দরকে আহত করিয়া আমার নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। আমি ইহাঁকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম এবং দস্যুরাজের নিকট এবিষয় গোপন রাখিয়া আমার এক বন্ধুর নিকট ইহাঁকে পাঠাইয়া দিলাম। শরৎসুন্দর যে রূপ আহত হইয়াছিলেন তাহাতে কেহই তাঁহার জীবনের প্রত্যাশা করে নাই। শরৎসুন্দর নিশ্চই আরোগ্য হইবেন না ভাবিয়া, আমি এবিষয় আপনাদিগের নিকট গোপন রাখিয়াছিলাম। বিস্তর চিকিৎসার পর শরৎসুন্দর জীবন-

লাভ করিয়াছেন। তিনি উত্তম রূপ সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া, আমি তাঁহাকে লইয়া এখানে আসিতে সাহস করিয়াছি।”

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। শৈলদা তাঁহার জনক জননীর নিকট সিংজির আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শরৎসুন্দর এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, তিনি কি কারণ এত দিন সিংজিকে চিনিতে পারেন নাই তাহাই ভাবিতেছিলেন এবং তাহার আশ্চর্য্য মাহাত্ম্যের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে নরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, “ভাই! আমাকে একটী বিষয়ে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমায় একটী মিথ্যা কথা কহিয়াছিলাম; তোমার সহিত উপবনে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি আমার ‘বিবাহ হইয়াছে কি না’ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং আমিও উত্তর করিয়াছিলাম ‘বিবাহ হয় নাই।’ ভাই! যাহার প্রণয়িনী কারাগারে আবদ্ধা, তাহার কি কখন প্রণয় কথা ভাল লাগে?”

নরেন্দ্র। “ভাই! সে নিমিত্ত কুণ্ঠিত হইও না; তুমি না বলিলেও তোমার অঙ্গবস্ত্র মধ্যে যে আমি এক খানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা দ্বারাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তোমার বিবাহ হইয়াছে।”

শরৎ। “পত্র! তুমি সেই পত্র পাইয়া আমার অনুসন্ধান করিতে পারিবে ভাবিয়াই অঙ্গবস্ত্র সুদ্ধ সেই পত্র খানি অরণ্য মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম—”

এই রূপে কথোপকথন হইতেছে, সহসা তাঁহাদিগের কর্ণে এক মধুরধ্বনি প্রবেশ করিল। তাঁহারা মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলেন,—

গগনে সৌভাগ্য-রবি দেখ এবে উদিল।
মানস-সরসী-সুখ-কমলিনী ফুটিল॥
আকাশেতে এতক্ষণ, ছিল যুত গ্রহগণ,
সুখ-উষা আগমনে, দেখ কোথা লুকাল॥
সন্তাপ-তাপিত প্রাণ, আছিল কুসুমগণ,
শিশির আসার পেয়ে, পুনঃ প্রাণ পাইল॥
যেই ঘন অন্ধকারে, ঢেকেছিল সবাকারে,
হরষ-সমীরে এবে, তিরোহিত হইল॥
নিশা আগমন দেখি, দূরে ছিল চক্রবাকী,
পুনরপি পরস্পরে, সুভক্ষণে মিলিল॥

এ সুধাময় স্বর কাহার? রমণীকণ্ঠে কে এ মধুর সঙ্গীত করিল? বুঝিয়াছি, কোন প্রতিবাসিনী তাঁহাদিগের সুখে সুখী হইয়াই কোকিলকণ্ঠে এ সঙ্গীত করিতেছে। তাঁহাদের সুখে কে না সুখী হইবে? তাঁহাদের আনন্দে কে না আনন্দিত হইবে? আজ তাঁহাদের সুখের দিন; কাহারও মনে আজ দুঃখের লেস মাত্র নাই। সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। সকলেই আজ আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন।

সম্পূর্ণ।